এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

SREMON JEWELLERS
সোনার কেনাকাটায় এবার আরও বড় সাশ্রয়!
মাত্র ৮% মেকিং চার্জ
সীমিত সময়ের বিশেষ সুযোগ
7439287442

৩ সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের ইঙ্গিত, লেল্যান্ডের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর
১৬৭ বছরের পুরনো নিকাশিনালায় ধস, বসল শিয়ালদহের রেললাইন! ৩

কলকাতা ২৫ নভেম্বর ২০২৬ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.11.2026, Vol. 20 Issue No. 163, 8 Pages, Price 3.00

ছক্কার বৈভবে বিস্ময় নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বয়স মাত্র ১৫ বছর। কিন্তু ব্যাট হাতে তাঁর দাপট দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি এখনও কৈশোরের গণ্ডি পেরোননি। একের পর এক ছক্কা, বাউন্ডারি আর অবিশ্বাস্য সব শট। দোহায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে রীতিমতো ঝড় তুললেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ৫৩ বলে ২০৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে একাধিক বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভারতের এই বিস্ময় প্রতিভা। তাঁর এই অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ের সামনে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ল আমিরশাহির বোলিং বিভাগ। মাত্র ১৪.২ ওভারেই ২৫০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল ভারতীয় 'এ' দল।

এদিন বৈভবের ২০৪ রানের ইনিংস সাজানো ছিল ২৮টি ছক্কা ও ৭টি চারে। অর্থাৎ মাত্র ৫৩ বলের ইনিংসে ছক্কা থেকেই ১৬৮ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ৩৮৪.৯০। একদিনের ক্রিকেটে শতরানের ইনিংসে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের নজির গড়েছেন বৈভব। পিছনে ফেলেছেন এবি ডিভিলিয়ার্সকে। ২০১৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪৪ বলে ১৪৯ রান করে ৩৩৮.৬৩ স্ট্রাইক রেটের নজির গড়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা।

মাত্র ২৮ বলে শতরান, ৪০ বলে দেড়শো এবং ৫২ বলে দ্বিশতরান পূর্ণ করেন বৈভব। একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান, দেড়শো এবং দ্বিশতরানের রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। এর আগে দ্রুততম দ্বিশতরানের নজির ছিল চ্যাড বোয়েসের। ১০৩ বলে দ্বিশতরান করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি পেশাদার ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক ২৮টি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডও গড়েছেন বৈভব। একদিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডও এখন তাঁর।

অন্যদিকে, টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। শুরুটা খুব একটা খারাপ না হলেও ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণের সামনে বড় রানের গতি ধরে রাখতে পারেনি তারা। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৪৯ রান তোলে আমিরশাহি। দলের হয়ে সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন হরপ্রীত সিং ভাটিয়া। ১৪৪ বলে ১৩০ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাটেই আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছয় আমিরশাহির স্কোর। কিন্তু বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে সেই রান কার্যত যথেষ্ট ছিল না।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। মাত্র ১২ রান করে আউট হন অভিষেক শর্মা। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বৈভব। বরং তাঁর ব্যাট থেকে শুরু হয় ছক্কার বৃষ্টি। তৃতীয় উইকেটে রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে ১৩৭ রানের ঝোড়ো জুটি গড়েন তিনি। রিঙ্কুও ১৯ বলে অপরাজিত ২৭ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৪.২ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত। এই ম্যাচে আরও একটি দলগত রেকর্ড গড়েছে ভারতীয় 'এ' দল। মাত্র ৫ ওভারেই একশো রান পূর্ণ করে তারা, যা একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম দলগত শতরানের নজির। গোটা ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটাররা মেরেছেন ৩১টি ছক্কা। একদিনের ক্রিকেটে কোনও দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক ছক্কার নজির এটি। পাশাপাশি ১৪.২ ওভারে ২০০-র বেশি রান তাড়া করে জয়ের নতুন ইতিহাসও লিখেছে ভারত। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন বৈভব। এক কথায়, এদিনের ম্যাচে রেকর্ড বই নতুন করে লিখলেন ১৫ বছরের এই বিস্ময় প্রতিভা।





সোমবার গুরুনানক জয়ন্তীর প্রাক্কালে প্রকাশ পূরব উপলক্ষে বিশেষ শরদ কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার গুরুনানক জয়ন্তীর দিন সেই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি।



মঙ্গলবার গুরুনানক জয়ন্তী উপলক্ষে ডানকুনির গুরুদ্বার গুরু গোবিন্দ সিং সাহিবে, গুরুদ্বার কমিটির দেওয়া শিখদের ঐতিহ্যবাহী তরোয়াল হাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

'মিনি ইন্ডিয়া' কাঁকিনাড়ায় সনাতনী ঐক্যের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেব দীপাবলি উপলক্ষে মঙ্গলবার কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে বেনারসের আদলে জাঁকজমকপূর্ণ গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতি। বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই আলোকসজ্জার কারুকার্যে এদিন এক মনোরম আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হয়েছিল কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গা আরতির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকলকে একজোট থাকার বার্তা দেন।

মিনি ইন্ডিয়া খ্যাত কাঁকিনাড়ায় এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সবাই সনাতনী। আমরা সবাই হিন্দুস্তানের বাসিন্দা। বিভেদকারীদের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছু লোক ভাষার নামে এবং রাজনীতির নামে বিভেদ করার চেষ্টা করছে। আপনার সবাই একজোট থাকুন। কেউ কিছু করতে পারবে না।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আগামী ২৯ ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ১০ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। সেদিন সকলেই সেখানে হাজির হবেন।' কাঁকিনাড়া গঙ্গা আরতি সমিতির এলাহি ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী বছর আরও জাঁকজমক সহকারে কাঁকিনাড়ায় গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠান হবে।

গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, 'বাংলাকে প্রসারিত বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। এখন তাঁর কোনও খোঁজ নেই। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী বলেন, ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলের সামনে দুটো বাচ্চা ওনাকে দেখে জয় শ্রীরাম আওয়াজ তুলেছিল। তখন উনি গাড়ি থেকে নেমে বলেছিলেন, তাকে নাকি গালাগালি দেওয়া হয়েছিল। আজ ওনার করুণ অবস্থা। ওনার পার্টির সিম্বলটাই আজ নেই।' উক্ত গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রায়, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং এবং বীজপুর, নৈহাটি, জগদ্দল ও ব্যারাকপুরের বিধায়ক যথাক্রমে সুদীপ্ত দাস, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার ও কৌস্তভ বাগচী, দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ প্রমুখ।



দেব দীপাবলি উপলক্ষে মঙ্গলবার কাঁকিনাড়ার গঙ্গার ঘাটে বেনারসের আদলে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, বিধায়ক পবন সিং, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-সহ অন্যান্যরা। ছবি: অদিতি সাহা

সর্বধর্মের সমন্বয়ই লক্ষ্য, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুরু নানক জয়ন্তী, রাসপূর্ণিমা ও দেব দীপাবলির পুণ্যতিথিতে শিখ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিয়ে সম্প্রীতি ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার বালির গুরু গোবিন্দ সিংজি গুরুদ্বারে এবং পরে ডানকুনির গুরুদ্বারায় উপস্থিত হয়ে গুরু নানকের বেদিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান তিনি। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে প্রার্থনায় অংশ নেন এবং তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

গুরুদ্বার কমিটির সদস্যরা উত্তরীয় ও শিখদের ঐতিহ্যবাহী তলোয়ার উপহার দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজনীতিতে আসার বহু আগে থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই তাঁরা তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অতীতেও গুরু নানকের প্রকাশ পরবে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংজির ৩৫০তম প্রকাশ উৎসব উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের জন্য বাসের ব্যবস্থাও করেছিলেন। গত বছর গুরুদ্বারা চত্বরে একটি কমিউনিটি সেন্টার তৈরির আবেদন জানানো হয়েছিল। সে সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এ দিন তিনি জানান, এবার সরকারিভাবেই সেই প্রকল্পে সহযোগিতা করা হবে।

শিখ সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যখন হজ ভবন রয়েছে, তখন গুরু নানক ভবন কেন হবে না;সেই বিষয়েও সরকার ইতিবাচকভাবে ভাববে। শিখ সম্প্রদায়ের সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে তিনি গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের সহায়তায় তাঁদের অংশগ্রহণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে সংখ্যালঘু নীতি নিয়েও বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকার কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়ন সীমাবদ্ধ রাখে না। শিখ, জৈন-সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমান উন্নয়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতির প্রসঙ্গও উঠে আসে এ দিনের বক্তব্যে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, ছটপুজো থেকে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী;বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ধারাবাহিকতার মধ্যেই এ দিন গুরু নানক জয়ন্তীতেও শিখ সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়িয়ে সম্প্রীতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনের বার্তাই তুলে ধরেন শুভেন্দু অধিকারী।

নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রুখতে প্রশাসন ও ব্যবসায়ী মহলকে নিয়ে কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সরষের তেল, চিনি, আলু-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে কৃষি, কৃষি বিপণন-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, বৈঠকে সরষের তেল ও চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি সোমবার ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি দ্রুত সমন্বয়ের জন্য সচিব পর্যায়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, সরকার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে, কিন্তু বাজারদর নিয়ন্ত্রণে তাঁদেরও সমান দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর কথায়, 'আপনাদের আমরা সহযোগিতা করি, আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন।'

সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সরষের তেল ও চিনির দাম কমাতেই হবে। পাশাপাশি আলু-সহ শাকসবজি এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকারের আশা, প্রশাসন ও ব্যবসায়ী মহলের যৌথ উদ্যোগে বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ কিছুটা হলেও কমবে।

বিজয় দিবসে ফেরার ঘোষণা শেখ হাসিনার

ফিরতে হবে বন্দি হয়েই: বাংলাদেশ



ঢাকা, ২৪ নভেম্বর: শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরতে হলে বন্দি হয়েই ফিরতে হবে। এমনটাই জানাল তারেক রহমানের সরকার। মঙ্গলবার সকালেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন ঘোষণা করেছেন হাসিনা। জানিয়েছেন, তিনি ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরতে চান। এ খবর প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিবৃতি দিল তারেক রহমানের সরকারও। পাশাপাশি এ-ও জানাল, এ বিষয়ে হাসিনার সঙ্গে আলোচনায় কোনও আগ্রহ নেই তাদের। প্রত্যর্পণের বিষয়ে যা কথা বলার, তা ভারত সরকারের সঙ্গেই বলতে চায় তারা।

হাসিনা যে ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন, তা তিনি নিজেই কয়েক মাস আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে নির্দিষ্ট ভাবে কোনও দিনক্ষণ এতদিন পর্যন্ত স্পষ্ট করেননি আওয়ামি লীগ নেত্রী। মঙ্গলবার সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে হাসিনার এক মুখপাত্র জানান, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা করেছেন আওয়ামি লীগ নেত্রী। হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, 'শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ইচ্ছা, আর বাস্তবতা এক নয়। তাঁকে ফিরতে হলে হাতকড়া পরে বন্দি হিসেবেই আসতে হবে।' অপর বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদও বলেন, 'মানবতাবিরোধী অপরাধীদের (যে মামলায় হাসিনা দোষী সাব্যস্ত) পাসপোর্ট দেওয়ার আইন নেই। বাংলাদেশের যে কোনও দূতাবাসে গেলেই গ্রেপ্তার করা হবে তাঁকে।'

ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার সকালেই ঢাকায় বিদেশি কূটনীতিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিল বাংলাদেশি বিদেশ মন্ত্রক। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত, চিন, ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান-সহ ৬০টি দেশের কূটনীতিকেরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। উল্লেখ্য, হাসিনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে ছড়িয়েছে অশান্তিও। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে আওয়ামি লীগের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ, অবরোধ। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ পর্যন্তও হয়েছে। এ অবস্থায় বিদেশি কূটনীতিকদের ডেকে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গুরুপরবে পুনর্মিলন, ফের জোট অকালি-বিজেপির

চণ্ডীগড়, ২৪ নভেম্বর: ছ'বছর পরে ফের পুরনো সঙ্গী বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধল শিরোমণি অকালি দল। একসঙ্গে হাতে হাত ধরে জোটবার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অকালি দল প্রধান সুখবীর সিং বাদল। করলেন যৌথ সাংবাদিক বৈঠকও। পঞ্জাবের আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপি-অকালি জোট ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অকালি দলেরই কোনও নেতা, জানিয়ে দিলেন শাহ। তবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তাঁর নাম ঘোষণা করেননি তিনি।

পঞ্জাবের পুরনো জোটসঙ্গী এনডিএ-তে ফিরে আসায় তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীও। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'পঞ্জাবের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। শিরোমণি অকালি দল এনডিএ পরিবারে ফিরে এসেছে, তা-ও আবার গুরু নানক দেবের প্রকাশ পর্বের পবিত্র তিথিতে। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের এই জোট পঞ্জাবে এক জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, যা পঞ্জাবকে বিকাশের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।'



আগামী বছরে পঞ্জাবে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার আগে যে অকালি দল এবং বিজেপি জোট বাঁধতে চলছে, এই জল্পনা শুরু হয়েছিল কয়েক মাস আগে থেকেই। গত অগস্টে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করে আসেন অকালি দল প্রধান বাদল। দুই পুরনো 'বন্ধু দল' আবার কাছাকাছি আসা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। মোদী-বাদলের ওই বৈঠকের সাড়ে তিন মাস পরে অবশেষে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে ফিরল বাদলদের দল।

উল্লেখ্য, মোদী সরকারের আনা তিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রের শাসকজোট ছেড়েছিল শিরোমণি অকালি দল। বাদলের স্ত্রী হরসিমরত কৌর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। দিল্লির যৌথ সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপির 'সবচেয়ে পুরনো জোটসঙ্গীকে' এনডিএ-তে ফিরে আসার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপির সবচেয়ে পুরনো বন্ধু শিরোমণি অকালি দল এনডিএ-তে ফিরে এসেছে। তাদের আমরা স্বাগত জানাই। অকালি দলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। আমাদের এই বন্ধুত্ব বাজপেয়ী-আদবানি আমল থেকে চলে আসছে।'

শাহ এ-ও ঘোষণা করেন, ''আসন্ন নির্বাচনে ১১৭ আসনে একজোট হয়ে লড়বে দুই দল। এবং এই জোটে 'বড় ভাইয়ের' ভূমিকায় থাকবে অকালি দলই। মুখ্যমন্ত্রীর পদও দেওয়া হবে অকালি দলকেই।'' পুরনো সঙ্গীকে ফিরে পেয়ে নির্বাচনী সাফল্যের বিষয়ে প্রত্যয়ী বাদলও। তিনি বলেন, 'পঞ্জাব ভোটে আপের আসন সংখ্যা এক অঙ্কের ঘরে নেমে আসবে'। বিজেপি-অকালি দলের জোট আসন্ন নির্বাচনে অন্তত ১০০ আসন জিতবে বলে আশাবাদী তিনি।

জোট ঘোষণা হলেও দুই দলের কে কত আসনে লড়বে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন জানান, আসন বোঝাপড়া নিয়ে শীঘ্রই আলোচনা শুরু হবে দু'দলের।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 11/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 19262 নং এফিডেভিড বলে আমি Uttam Das S/o. Hazari Das ও Uttam Sardar S/o. Hazari Sardar, সাকিম ফতেপুর, দিগসুই, মগড়া, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং বর্তমানে Uttam Das S/o. Hazari Das নামে পরিচিত, যাহা আমার সকল নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 17/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26599 নং এফিডেভিড বলে আমি, Purnima Chakraborty, W/o. Sukumar Chakraborty, সাকিম হলুদপুল, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডে (Being Epic No. WB/27/186/XXXX71) আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01.01.1970-এর পরিবর্তে XX/XX/1977 লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01.01.1970 লিপিবদ্ধ করিতে চাই, যে তারিখে প্রতি বছর আমার জন্মদিন পালন করা হয় এবং আমার সকল নথিপত্রে জন্ম তারিখ 01.01.1970 লিপিবদ্ধ আছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, BHUPENDRA KANODIA, পিতা - Murli Dhar Kanodia, ঠিকানা - স্পেস টাউন হাউজিং কমপ্লেক্স, ভি.আই.পি. রোড, ব্লক-4, ফ্ল্যাট 4E, হালদিরাম ভুজিয়াওয়ালা, কলকাতা - 700052 এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম BHUPENDRA KANODIA থেকে পরিবর্তন করে BHUPENDRA KUMAR KANODIA রেখেছি এবং এখন থেকে আমি সকল ক্ষেত্রে BHUPENDRA KUMAR KANODIA নামেই পরিচিত হব। কলকাতার 2, ব্যঙ্কশাল স্ট্রিটে অবস্থিত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গণে নোটারি পাবলিক / প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট -এ 19.11.2026 তারিখে সম্পাদিত হলফনামা নং 38638 অনুযায়ী BHUPENDRA KUMAR KANODIA ও BHUPENDRA KANODIA উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি Esmatara Khatun Sekh W/o- Mostafa Sekh আমার পুত্র ইব্রাহিম সেখের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Esmatara Sekh আছে। 13/11/26 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Esmatara Khatun Sekh ও Esmatara Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম শান্তিপুর, পোষ্ট- ঘোড়াইক্ষেত্র থানা- কালিগঞ্জ, জেলা নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী বীরেন্দ্রনাথ জানা,** পিতা মারকন্ড জানা, সাকিম সাহাগঞ্জ ওয়াজিদনগর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয় বিগত ইং ১২/০৬/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-09208/ 2026** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী জয়ন্ত অধিকারী,** পিতা স্বপন অধিকারী, সাকিম ওয়াজিদনগর আর্য্ পল্লী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, জে.এল. নং ০৭, হাল এল.আর. ১৭০০৫ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৮৬ তথা হাল এল.আর. ১১ নং দাগে, কমবেশী **০.০৪ একর বা ০৪ (চার) শতক** শালি জমি, বিগত ইং ০১/০৭/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **I-13112/ 2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল **মূলে রোহিত শর্মা,** পিতা হরি লাল শর্মা, সাকিম কোয়ার্টার নং F/S1, ডানলপ, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে বিক্রয় করেন এবং বর্তমান ক্রেতা **রোহিত শর্মা** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **মগড়া-চুঁচুড়া** ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী,8145852335

সর্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

(মূল দলিল হারানো সংক্রান্ত)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, শ্রী নিতাই পালের নামে ০২/০৩/২০১০ তারিখের দলিল নং I-727/2010, জেলা ও সাবরেজিস্ট্রী অফিস হুগলী থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত ও হুগলী- চুঁচুড়া পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের কেওটা মহল্লার ৩৫৮/৩২৫ নম্বর হোল্ডিং ভুক্ত, জে.এল. নম্বর-৭, কেওটা মৌজায় আর.এস. ১৭৯০ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৩৩২২ তেত্রিশ শত বাইশ দাগ হাল এল.আর. ৮০৫৭ আট হাজার সাতান্ন নং দাগে ভিটী জমির পরিমাণ ১ (এক) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক ২৮ (আঠাশ) বর্গফুট মায় তদুপরিস্থিত ১৪০.০০ বর্গফুটের টালির ছাউনি যুক্ত গৃহাদি যাহা অত্র সহ দাখিলী সম্পত্তির দলিল স্থানান্তরিত/ হারিয়ে গেছে।

এই বিষয়ে চুঁচুড়া থানায় G.D.E. No. 810 dated 12.11.2026 দায়ের করা হয়েছে। উক্ত দলিল বা সম্পত্তি সংক্রান্ত যদি কারোর কোনো দাবি, আপত্তি বা তথ্য থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Asamanja Chattopadhyay
Advocate.
District Judges Court,
Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

In the 3rd Court of Civil Judge (Senior Division), Midnapore.
Title Suit No. 89 of 2013.
Sisir Bhunia & others...Plaintiffs
Vs.
On the death of **Chand Murmu** his legal heirs **1) Sri Hrisi Murmu & others** ..... **Defendants.**

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা হইয়াছে। উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার ৫নং প্রতিপক্ষ **মাদ টুডু** লোকান্তে তস্য ওয়ারিশগন **ক) শোভা টুডু** পিতা - রুপাই টুডু সাং - নয়াবসান, পোষ্ট - চন্দ্রুয়াল, থানা - খড়গপুর (লোকাল), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর **খ) শ্রীমতী সুকুলমনি মুর্ম্মু** স্বামী - মথুর মুর্ম্মু সাং এবং পোষ্ট - রাঙ্গামেটিয়া, থানা - খড়গপুর (লোকাল), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর আর্জির দিয়ত সাকিনে থাকিয়াও ইচ্ছাকৃত ভাবে কালক্ষেপের নিমিত্ত মোকর্দ্দমার নোটিশ এড়াইতেছে। সেকারনে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাহাকে জানানো যাইতেছে, অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্তী দিন 12/02/27 তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। আপনি উক্ত তারিখে স্বয়ং বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা প্রদান করিবেন অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে।

'A' SCHEDULE: Dist. - Paschim Medinipur, P.S. Kharagpur, Mouza - Nayabasan, J.L. No. 321, Plot No. 242, Khatian No. 21, 25, 33, 33/3, 38, 40, 57, 68, 71, 80/1, 87, 87/1, 87/2, 98/2, & 49, area 1.26 dec.

'B' SCHEDULE: Out of A schedule plaintiffs 509/1134 share measuring an area 56.55 dec. western side more or less.

আদেশ অনুসারে,
Smt. Nivedita Mukherjee Majumdar, সেরেস্তাদার,
Civil Judge (Senior Division), 3rd Court, Midnapore. 09/10/26

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রফিক আহমেদ পিতা মৃঃ সফি, মগড়া থানার অধীনস্থ, ৪৪ নং জে.এল ভুক্ত, ডিঙ্গলহাটি মৌজায় সাবেক ও হাল ৩৯২ নং দাগে গত ইং-১৮/০৫/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর-১ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫০৩৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে এবং গত ইং- ০৪/০১/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর-হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং গত ইং- ১৯/১০/২০১২ তারিখে ৬৫৭১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া বিক্রয় করিলে উক্ত সম্পত্তিতে আমমোক্তারনামা দলিলে কাহার যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. ল্যান্ড এল. আর.ও মগরা চুঁচুড়া ব্লকের নিকট আপিল করিতে পারেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে। Md. Mumtaz Alam Advocate, Chinsurah Court

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রাজু রায় পিতা সত্যরঞ্জন রায়, থানা চুঁচুড়া,জেলা-হুগলী নিবাসী গত ইং- ১৩/০৭/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গোপাল সরকার , পিতা- নরেশ সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে ২১৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা চুঁচুড়া থানার অধীনস্থ, ০৭ নং জে.এল ভুক্ত, কেওটা মৌজায় অবস্থিত হাল খতিয়ান ৩২৭০, হাল ১৪৪ নং দাগে ০৩ (তিন) ছটাক শালি জমি ক্রয় করিয়াছেন। নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ের দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. ল্যান্ড এল.আর.ও মগরা চুঁচুড়া ব্লকের নিকট আপিল করিতে পারেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে। Md. Mumtaz Alam Advocate, Chinsurah Court

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল পঙ্কজ হাওলাদার পিতা পরিমল হাওলাদার, গত ইং- ১৯/০৯/২০২২ তারিখে ডি.এস. আর-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৪৯৬ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলকেশ সিং রায় এবং প্রশান্ত ধর মহাশয়ের নিকট হইতে বিগত ইং-১৭/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর- চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫২৯৯ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা চুঁচুড়া থানার অধীনস্থ, ০৩ নং জে.এল ভুক্ত, দেবানন্দপুর মৌজায় অবস্থিত হালি ৪১২ নং দাগে ০৪ (চার) কাঠা শুনা জমি ক্রয় করিয়াছেন। নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ের দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. ল্যান্ড এল.আর.ও মগরা চুঁচুড়া ব্লকের নিকট আপিল করিতে পারেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে। Md. Mumtaz Alam Advocate, Chinsurah Court

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হাওড়া, মহামান্য ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
অ্যাক্ট, ৩৯ কেস নং- ১০০/২০২৫

তিলক রাজ মুখার্জী, পিতা-স্বর্গীয় রথীন্দ্র নাথ মুখার্জী, কাকা-স্বর্গীয় প্রভাত কুমার মুখার্জী, ঠিকানা-৬৪, কাঁটা পুকুর তৃতীয় বাই লেন, পোষ্ট-কদমতলা, থানা- ব্যাটরা, জেলা-হাওড়া, পিন নং-৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ। ...আবেদনকারী।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আবেদনকারী, তাঁহার কাকা প্রভাত কুমার মুখার্জী গত ইং ০৯/০৮/২০১৭ তারিখে পরলোকগমন করিলে পর তাঁহার রাখিয়া যাওয়া নিম্নে বর্ণিত ২০, ২০,৯৭৪.৯২ (কুড়ি লক্ষ কুড়ি হাজার নয় শত চুয়াত্তর টাকা বিরানব্বুই পয়সা) এর নিমিত্ত অত্র সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছেন ।

ধনরাশির বিশদ বিবরণ

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মূলধন ও তদুপরি অর্জিত সুদসহ সর্বমোট ₹২০,২০,৯৭৪.৯২/- (বিশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শত চুয়াত্তর টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র) অর্থ, যা স্বর্গীয় প্রভাত কুমার মুখার্জীর নামে রক্ষিত সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং-৩৩৬১০০২৮৫৫৫-এ সঞ্চিত ও বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত অ্যাকাউন্টটি অবস্থিত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, চার্চ লেন শাখা (আই.এফ.এস. কোড-SCBL0036013), ৬, চার্চ লেন, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় পরিচালিত শাখায় সংরক্ষিত আছে। উক্ত অর্থের পরিমাণের মধ্যে মূল আমানত এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় সঞ্চিত সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যদি এ বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি জারীর দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে ।

উত্তম কুমার মজুমদার
সেরেস্তাদার,
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হাওড়া।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন-৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

প্রাইম টাইমে 'বামাক্ষ্যাপা', বাংলা ছবির পাশে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ছবির প্রদর্শন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্কে এবার সরাসরি হস্তক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। হিন্দি ছবির মুক্তির কারণে প্রেক্ষাগৃহ থেকে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র শো সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই মঙ্গলবার নবান্নে হল ও মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র শো বন্ধ করা যাবে না। শুধু শো চালু রাখাই নয়, ছবিটিকে প্রাইম টাইমেও জায়গা দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে বাংলা ছবির প্রদর্শন নিয়ে নতুন করে আলোচনায় এল রাজ্যের চলচ্চিত্র নীতি।

বিতর্কের সূত্রপাত আগামী ২৭ নভেম্বর মুক্তি পেতে চলা হিন্দি ছবি 'ইয়ে প্রেম মোল লিয়া'কে ঘিরে। ওই ছবির জন্য একাধিক হল ও মাল্টিপ্লেক্সে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবি 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র শো কমানো বা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। অথচ ২০ নভেম্বর মুক্তির পর প্রথম কয়েক দিনেই ছবিটি দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। একাধিক প্রেক্ষাগৃহে হাউসফুল শো এবং অগ্রিম বুকিংয়ে ভালো সাড়া পাওয়ার খবর সামনে আসার পরেও ছবিটি সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বাংলা ছবির দর্শক তৈরি হওয়ার আগেই শো কমে গেলে তার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কীভাবে বজায় থাকবে, সেই প্রশ্নও সামনে আসে।

এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে নবান্নে আয়োজিত বৈঠকে হাজির ছিলেন টলিউডের প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক, অভিনেতা এবং হল-মাল্টিপ্লেক্সের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পরিবেশক শতদীপ সাহা এবং হলমালিক অরিজিৎ দত্ত। ভার্চুয়ালি যোগ দেন মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

বৈঠক শেষে রুদ্রনীল ঘোষ জানান, বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে সরকার উদ্যোগী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিকেল ৩টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রাইম টাইমে বাংলা ছবির শো চালানোর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।



আপাতত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র ৫১টি শো রয়েছে, পরবর্তী সময়ে তা আরও বাড়তে পারে।

তবে এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তাৎপর্যও রয়েছে। কারণ, বাংলা ছবির জন্য প্রাইম টাইম নিশ্চিত করার দাবি নতুন নয়। ২০২৫ সালের অগস্টে তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও হল-মাল্টিপ্লেক্সে বাংলা ছবির প্রদর্শন বাড়াতে বৈঠক করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিযোগের স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে বর্তমান সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ শুধু একটি ছবির শো বাঁচানো নয়, বরং বাংলা ছবির জন্য নিয়মিত ও ন্যায্য প্রদর্শন-সুযোগ নিশ্চিত করা।

একদিকে হল মালিকদের ব্যবসায়িক হিসেব, অন্যদিকে আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের অস্তিত্ব ও দর্শকের পছন্দ;এই দুইয়ের ভারসাম্যই এখন মূল প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আপাতত 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' বিতর্কে স্বস্তি ফিরলেও, এই উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদি নীতিতে পরিণত হয় কি না, নজর থাকবে সেদিকেই।

তৃণমূল জমানায় পুরো পরিবহণ দপ্তর ভেঙে পড়েছিল: অর্জুন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছে ছিল। এমনকি তৃণমূল জমানায় পুরো পরিবহণ দপ্তর ভেঙে পড়েছিল। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং খোলামেলা এমনটাই জানালেন। পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, নতুন সরকারের বয়স মাত্র ছ'মাস। তথাপি অনেক নতুন সরকারি বাস রাস্তায় নেমেছে। আরও ১৫০টি নতুন বাস রাস্তায় নামবে।

প্রসঙ্গত, সরকার বদলাতেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা। গণপরিবহণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী জানান, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিবহণ দপ্তরে ১৮-১৯ শতাংশ আয় বেড়েছে। বাস ভাড়া বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাস মালিকরা আবেদন করেছেন। বাসভাড়া নিয়ে সার্ভে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মন্ত্রীর কথায়, শুধু সরকারি বাসের ওপর নির্ভর করলে হবে না। বেসরকারি বাস পরিষেবাকেও চাঙ্গা করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সজাগ পরিবহণ মন্ত্রী। এই বিষয়ে তিনি জানান, দূষণ নিয়ন্ত্রণে বেশি করে বাতানুকূল ইলেকট্রিক বাস এবং সিএনজি বাস রাস্তায় নামানো হবে। দূরপাল্লার বাসের ক্ষেত্রে যাত্রীদের জন্য ৩০ শতাংশ অনলাইন বুকিং থাকবে। বাকি ৭০ শতাংশ বাসডিপোয় এসে বুকিং করতে হবে।

আবাসে অনিয়মের অভিযোগ, টাকা ফেরতের নোটিস প্রশাসনের



দেবাশিস দে

ডায়মন্ড হারবার: আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরি না-করার অভিযোগে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ও ডায়মন্ড হারবার দুই ব্লকের শতাধিক উপভোক্তার বাড়িতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে টাকা ফেরতের নোটিস ধরালেন পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সাত দিনের মধ্যে গৃহীত প্রথম কিস্তির টাকা ফেরত না দিলে সংশ্লিষ্ট অযোগ্য উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার বাড়ি গ্রামীণ যোজনার আওতায় নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর প্রথম কিস্তি বাবদ ৬০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুনরায় তদন্ত করে দেখা যায়, তালিকাভুক্ত একাধিক উপভোক্তা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন। কারও পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা প্রকল্পের টাকা নিয়েছেন, আবার অনেকে টাকা নেওয়ার পরেও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। এই অনিয়ম রুখতে এবং সরকারি

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৫ নভেম্বর ২০২৬, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, বুধবার

সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের ইঙ্গিত, লেল্যান্ডের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর



নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুরে ফের শিল্প তৈরি করার বিষয় নিয়ে যথেষ্টই উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। তবে শিল্পের জন্য জমি কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে জটিলতা। কারণ, আগের সরকার কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিয়েছিল। ফলে নতুন করে শিল্প স্থাপন করতে হলে জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। মঙ্গলবার হাওড়ায় এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার সালকিয়ার বাধাঘাট সংলগ্ন শেঠ বংশীধর স্মৃতি জালান নতুন মন্দিরে দেব দীপাবলি উপলক্ষে আয়োজিত গঙ্গা আরতিতে যোগ দেন অর্থমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সিঙ্গুরে শিল্প গড়তে রাজ্য সরকার আগ্রহী। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে কয়েকটি শিল্প সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তাও শুরু হয়েছে।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সালকিয়ার বাধাঘাট সংলগ্ন শেঠ বংশীধর স্মৃতি জালান নতুন মন্দিরে দেব দীপাবলি উপলক্ষে গঙ্গা আরতিতে যোগ দেন অর্থমন্ত্রী। সেখানেই সিঙ্গুরে শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অশোক লেল্যান্ড কর্তৃপক্ষের কথা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গেও একটি রাসায়নিক সংস্থার আলোচনা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'কিছু একটা করতে আমরা আগ্রহী।'

তবে সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর ক্ষেত্রে জমি নিয়ে আগের সরকারের তৈরি করে যাওয়া জটিলতা বড় বাধা বলে মনে করছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেই জমি ফের অধিগ্রহণের প্রশ্ন উঠবে। আগের সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, তআগের সরকার সিঙ্গুরে জমি নিয়ে জট পাকিয়ে রেখেছে। ওরা জট পাকানোয় ওস্তাদ ছিল।দ পাশাপাশি মঙ্গলবার বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও মুখ খোলেন স্বপন দাশগুপ্ত। সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, মূল্যবৃদ্ধি শুধু রাজ্যের সমস্যা নয়, গোটা দেশের সমস্যা। এর পিছনে আছে চাহিদা ও সরবরাহের যোগসূত্র। তাই বাজারের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাতে বরং হইচই তৈরি হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও এদিন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়েও প্রশ্ন করা হয় তাঁকে। সেই প্রশ্নের জবাবে স্বপন দাসগুপ্ত বলেন, এ ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রক বলবে।



কাঁকিনাড়ায় গঙ্গার তীরে দেব দীপাবলি।

১৬৭ বছরের পুরনো নিকাশিনালায় ধস, বসল শিয়ালদহের রেললাইন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় রেললাইনের নীচে ধস নামার ঘটনায় মঙ্গলবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে শিয়ালদহ স্টেশনের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন একটি লুপ লাইনের নীচে বিপত্তি ঘটে। এরপরেই আচমকা ভেঙে পড়ে ব্রিটিশ আমলে তৈরি ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার একাংশ। তার ওপরের রেলপথও বসে যায়।

এই পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করেন পূর্ব রেল ও কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। যদিও এই ঘটনার পিছনে রয়েছে প্রায় ১৬৭ বছরের পুরনো একটি নিকাশি ব্যবস্থা।

মৌলালি থেকে পামার বাজার পর্যন্ত প্রায় ১১০০ মিটার দীর্ঘ ইটের তৈরি এই নালাটি শহরের পুরনো নিকাশি পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দীর্ঘদিন পুরনো কাঠামোর একটি অংশ ভেঙে যাওয়াতেই এই বিপত্তি বলে প্রাথমিক ভাবে জানিয়েছে পূর্ব রেল।



শিয়ালদহ স্টেশনের ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে তিনটি সাইডিং লাইনের সংযোগকারী লুপ লাইনের নীচে ধসটি হয় বলেই জানা যাচ্ছে। ওই লাইন দিয়ে সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করে না। ফলে এখনও পর্যন্ত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার নিয়মিত ট্রেন পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়েনি। পাশের লাইনগুলি দিয়ে নির্ধারিত সময় সূচি মেনেই ট্রেন চলাচল করছে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

যদিও এই ঘটনা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই যথেষ্ট উদ্বেগের। কারণ, ব্যস্ত স্টেশন চত্বরে রেললাইনের নীচে এ ভাবে পুরনো নিকাশি কাঠামো ভেঙে পড়লে অন্য লাইনগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামতির পাশাপাশি গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

সোমবার রাত থেকেই পূর্ব রেল ও পুরসভার কর্মীরা যৌথ ভাবে কাজ করছেন। প্রথমে ধসে যাওয়া নালার অংশ মেরামত করে রেললাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আপাতত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও এই ঘটনা কলকাতার বহু পুরনো ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল।

পুরস্কার ও বই প্রকাশে অনিয়ম! ব্রাত্যর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ



নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিতর্ক আরও বাড়ল। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ওঠে, আর তারপরে সেই পরিস্থিতির মধ্যেই এবার বাংলা অ্যাকাডেমির কাজকর্ম নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ উঠল। রাজ্য সরকারের তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন কমিশনে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগের সঙ্গে বেশ কিছু নথিও জমা দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেগুলি প্রাথমিক ভাবে খতিয়ে দেখার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সময়ে বাংলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন ব্রাত্য বসু। সেই সময় আকাদেমির বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং বই প্রকাশের কাজে নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠল। সেই অভিযোগে পুরস্কার প্রাপকদের বাছাই করা থেকে থেকে শুরু করে তাঁদের লেখা প্রকাশ করার খরচ সহ একাধিক ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়মের ইঙ্গিত আছে বলে অভিযোগকারীদের দাবি।

এক্ষেত্রে কমিশনের কাছে জমা পড়া নথিতে এই বিষয়গুলিই তুলে ধরা হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয়নি। তদন্তের পরেই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলেই জানা যাচ্ছে। যদিও এদিকে, ব্রাত্যকে কেন্দ্র বিতর্কের সূত্রপাত শুধু আকাদেমির অভিযোগে সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি দুই মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ আনেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে অভিযোগকারিণীদের দাবি, তাঁরা ওই প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার ফলে তাদেরকে বদলি-সহ নানা ভাবে সমস্যায় ফেলা হয়েছিল। যদিও ব্রাত্য এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই অভিযোগকারিণীদের তিনি চেনেন না। তবে বাংলা আকাদেমি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়েও শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন ব্রাত্য।

তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল না। তিনি বলেন, 'আমি ওই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম না। যা আমার হাতে ছিল না, সেখানে প্রভাব খাটাব কী করে?' তবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, ওই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। অন্যদিকে, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধেও কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দুর্গা পুজোর পাস বিলি সংক্রান্ত মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হন তিনি। সব মিলিয়ে প্রাক্তন সরকারের এই দুই মন্ত্রীকে কেন্দ্র করার একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হল। যদিও এখন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে কমিশন তদন্ত করার পর অভিযোগের নথিতে কী তথ্য উঠে আসে, তার দিকেই তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

আরজি কর-কাণ্ডে নাটকীয় মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান চিকিৎসাধীন এক রোগী। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করল টালা থানা। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার তদন্ত শুরু করল টালা থানার পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ হওয়া রোগীর নাম রাম জমাদার। তাঁর বয়স ৪৪ বছর। উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থানার গোপালপুর হেরোডাঙা এলাকার বাসিন্দা তিনি। হৃদ্‌রোগের সমস্যা নিয়ে গত ১৮ নভেম্বর সকালে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রাম। হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধীনে এভিএইচ-১ ওয়ার্ডের ১৩২ নম্বর বেডে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, গত ২১ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে চলে যায়। এরপর রোগীর খোঁজ না-পাওয়া গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। ২২ নভেম্বর টালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক শুভজিৎ দাস। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৮ ধারায় মামলা দায়ের করে পুলিশ। ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। এইক্ষেত্রে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কী ভাবে একজন চিকিৎসাধীন রোগী হাসপাতালের বেড থেকে নিখোঁজ হলেন, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিলেন কি না, কিংবা তাঁকে কেউ বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না, এই সব প্রশ্নের উত্তর অবশেষে পেলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এদিন পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে খবর, ওই রোগীকে কেউ জোর করে তুলে নিয়ে যায়নি। পরকীয়া সম্পর্কের টানে প্রেমিকার সঙ্গেই তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান। এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন খোদ রোগীর পরিবার। এই প্রসঙ্গে পলাতক রোগী রামের স্ত্রী জানান, হাসপাতাল ছাড়ার পর তাঁর স্বামী নিজেই তাঁকে ফোন করেছিলেন। ফোনে রাম তাঁকে বলেছেন, 'আমি সুস্থ আছি, যেখানে আছি ভালো আছি।' তবে চলতি মাসে আরজি কর হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ হওয়ার একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ও রোগীদের নজরদারি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। তবে রাম জমাদারকে কী ভাবে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে টালা থানার পুলিশ।



জৈন ভক্তরা পরশভনাথের রথযাত্রায় সামিল। ছবি: অদিতি সাহা

এসএসসির সম্মতিতে পারস্পরিক বদলি, নেই পর্ষদের নিয়োগপত্র



নিজস্ব প্রতিবেদন: পারস্পরিক বদলির মাধ্যমে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেও এখনও পায় নি পর্ষদের নিয়োগপত্র। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) প্রয়োজনীয় শুনানি শেষ করে বদলির সুপারিশপত্র দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়োগপত্র না পাওয়ার নতুন স্কুলে যোগ দিতে পারছেন না বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী।

এই বিষয়ে অভিযোগ, প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ জনের বদলি প্রক্রিয়া এখনও আটকে আছে। তবে এই সমস্যা দ্রুত মেটানোর দাবিতে এই বার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি লালু দাসের কাছে আবেদন জানান শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের বক্তব্য, কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও পর্ষদের নিয়োগপত্র না আসায় বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে আবেদনকারীদের। এই বিষয়ে অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা 'উৎসশ্রী' পোর্টালের মাধ্যমে পারস্পরিক বদলির আবেদন করেছিলেন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই অনেকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। গত অগস্ট থেকে কয়েক দফায় আবেদনকারীদের নথি যাচাই ও শুনানি করে এসএসসি। পাঁচ দফায় শুনানির পর একাধিক ক্ষেত্রে বদলির সুপারিশপত্রও দেওয়া হয়। কিন্তু পর্ষদের নিয়োগপত্র না আসায় গোটা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে এক আবেদনকারী শিক্ষিকার কথায়, 'পাঁচ দফায় মিউচুয়াল ট্রান্সফারের শুনানি হয়েছে। কিন্তু এখনও বদলির নিয়োগপত্র হাতে পাইনি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে আবেদন করেছিলাম। এত দিন পরেও অপেক্ষা করতে হচ্ছে।' একই দাবি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন গরাইয়ের। তাঁর বক্তব্য, পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে দু'টি স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা কমে যাওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকে না। কারণ, এক স্কুলের শিক্ষক অন্য স্কুলে গেলে সেখান থেকেও একজন শিক্ষক সংশ্লিষ্ট স্কুলে আসেন। ফলে পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার কথা নয়। তা সত্ত্বেও কেন বদলির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া যাচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলছে সংগঠন। যদিও এই বিষয়ে পর্ষদের এক কর্তার দাবি, দীর্ঘদিন সভাপতি ও সচিবের পদ ফাঁকা থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তবে আটকে থাকা বদলির কাজ দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতি থেকে শীতের আমেজ বাড়ার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীতের অপেক্ষায় থাকা রাজ্যের মানুষের জন্য সুখবর। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাতের তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চার দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার আগে বুধবারও রাজ্যের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানান, আজ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে আগামী সাত দিন রাজ্যের আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকবে। ফলে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। এখন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জায়গায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি আছে। উত্তরবঙ্গেও এই ব্যবধান ২ থেকে ৪ ডিগ্রি। আগামী চার দিনে সেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে হাওয়া অফিস। সকালে কুয়াশার দাপটও বাড়তে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা আছে।

এদিকে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.৮ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.২ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৯ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৮ শতাংশ। আজ কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। এদিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ থেকে ২২ ডিগ্রির আশপাশে থাকার সম্ভাবনা আছে। তবে কবে থেকে রাজ্যে পাকাপাকি ভাবে শীতের আবহ শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনই নির্দিষ্ট দিন জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

পুরনিগমের দেওয়ালে সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদের ছবিতে রাজনৈতিক বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা পুরনিগমের ঐতিহ্যবাহী ভবনে এবার জায়গা পেলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের পাশাপাশি মহারানি লদীবাঈ, মহারানা প্রতাপ এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ছবিও লাগানো হয় পুরনিগমের কাউন্সিলর ক্লাবের দেওয়ালে। মঙ্গলবার ছুটির দিনে এই ছবি লাগানোকে কেন্দ্র করেই নতুন করে শুরু হল রাজনৈতিক বিতর্ক। কেন পুরনিগমের ভবনে এই ব্যক্তিত্বদের ছবি স্থান পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বাম ও তৃণমূল শিবির। অন্যদিকে, এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি।

কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর ক্লাব দীর্ঘদিন ধরেই জনপ্রতিনিধিদের মিলিত হওয়ার স্থান। সেখানে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের জন্য আলাদা করে ড্রয়ার রয়েছে। তাঁদের লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র রাখার ব্যবস্থাও করা আছে। এত দিন এই ঘরের দেওয়ালে মূলত কলকাতা পুরসভার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিত্বদের ছবিই দেখা যেত। যাঁরা অতীতে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারম্যান কিংবা মেয়র পারিষদ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদের ছবিই ছিল সেখানে। কিন্তু মঙ্গলবার গুরু নানক জয়ন্তীর ছুটির দিনেতে সেই পরিচিত ছবির তালিকায় নতুন সংযোজন ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে।

সাভারকর ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি আরও কয়েকজন জাতীয় ব্যক্তিত্বের ছবি দেওয়ালে টাঙানো হয়। পুরনিগমের



ইতিহাসে এই ধরনের উদ্যোগ আগে কখনও দেখা যায়নি বলেই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। তবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন, পুরনিগমের সঙ্গে সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্ক কোথায়?

তাঁর বক্তব্য, মনীষীদের ছবির সঙ্গে তাঁদের ছবি রেখে আসলে সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কলকাতার ভূমিকার গুরুত্বও খাটো করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। একই সুর শোনা গিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যেও। তাঁর অভিযোগ, পুরনিগমের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে এ ভাবে রাজনৈতিক রং লাগানো উচিত নয়। তবে বিরোধীদের এই সমালোচনায় গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি বিধায়ক তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর সজল ঘোষ। তিনি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁর মতে, জাতীয় ব্যক্তিত্বদের ছবি পুরনিগমের দেওয়ালে স্থান পাওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

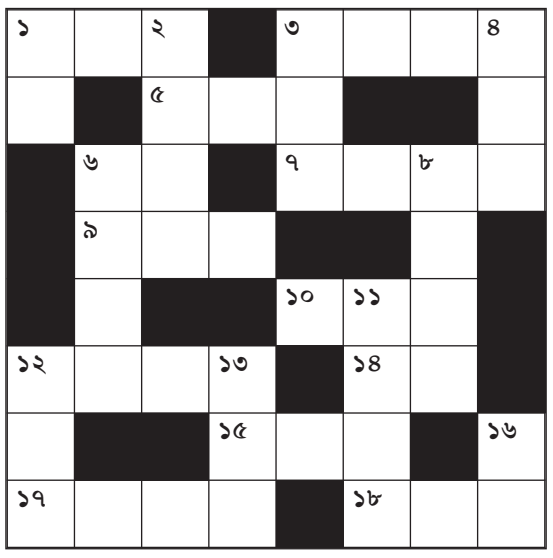
সম্পাদকীয়

ব্রাত্য, ইন্দ্রনীলদের বিরুদ্ধে মহিলাঘটিত অভিযোগ! বঙ্গ রাজনীতির লজ্জা

বাংলার রাজনীতির নয়া অধ্যায়। না, কোনও গৌরবজনক অধ্যায় নয়, এ এক চরম লজ্জাজনক অধ্যায়। অনেক স্মরণীয় রাজনৈতিক ঘটনা ও অনেক কিংবদন্তি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মাটি এই বাংলা। যা নিয়ে আমাদের অনেক গর্বও ছিল। কথায় কথায়, আমরা বলতাম, এটা অমুক রাজ্যের মতো নয়, এখানে তমুক রাজ্যের মত হয় না, কারণ এটা বাংলা। আমাদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চর্চা নিয়ে গর্বের শেষ ছিল না আমাদের। এক সময় গোটা ভারতও তা মানত। কিন্তু দুঃখের কথা হল এটাই যে, আজ সবটাই কিন্তু ইতিহাস। গর্ব করার মতো বিষয় বঙ্গবাসীর কিন্তু ক্রমশ কমে আসছে। ইতিহাস বলছে বঙ্গ রাজনীতিতে আয়ারাম, গয়ারাম কালচার কোনওদিন ছিল না। তৃণমূল আমলে অনেক কিছুর সঙ্গে এটাতে হাত পাকিয়ে ফেলেছি আমরা। এবার সব রেকর্ড ভেঙে ফেলে মহিলাঘটিত কেলেঙ্কারিতেও জড়াল বাংলার রাজনীতি। যা অন্তত এই রাজ্যের ইতিহাসে ছিল না। মন্ত্রীর চেয়ার ব্যবহার করে দফতরের অধস্তন মহিলা কর্মীদের শারীরিক ভাবে হয়রানি করা, কিছু ক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা করার জোরাল অভিযোগ এবার উঠেছে। যা নিয়ে আপাতত সরগরম বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। এই নিয়ে এফআইআর দায়ের করেছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দুই মহিলাকর্মী। গোটা ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের দুই প্রভাবশালী মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তিনি ছাড়া আর যে গুটিকয়েক মন্ত্রীর দাপটে প্রশাসন থরহরিকম্প ছিল তার মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্রনীল ও ব্রাত্য। তোলাবাজি, প্রতারণা, অবৈধ টেন্ডার, নিজের সংস্থাকে আর্থিক ভাবে টাকা পাইয়ে দেওয়া -সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে এই দু'জনের বিরুদ্ধে। ইন্দ্রনীল আপাতত জেলে, আর ব্রাত্য রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে নিভৃতবাস কাটাচ্ছেন। এর মধ্যে উঠল মহিলাঘটিত অভিযোগ, যার প্রতিকার হওয়া দরকার। কারণ, মন্ত্রীর চেয়ারে বসে এত বড় অপরাধ, তার অবশ্যই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার। নতুন সরকার যেন গুরুত্ব দিয়ে সেটা করে। যদি অপরাধ এরা করে থাকে তাহলে এই জাতীয় অপরাধীরা যেন ছাড় না পায়।

শব্দছক ৩২০

রবি দাস



পাশাপাশি: ১. পরিধেয় বস্ত্র ৩. ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম ৫. বৃষ্টি ৬. মোটা-এর বিপরীত ৭. দয়াধারী ভগবান ৯. বোনা ১০. সর্পরাজ ১২. অশালীন আচরণ ১৪. সুস্থ জীবনের উপদেশ ১৫. আত্মস্থতা ১৭. যে মাসে দুটো অমাবস্যা থাকে ১৮. হঠাৎ

ওপর-নিচ: ১. বুক ২. প্রভাতের প্রথম সূর্য ৩. ষাঁড় ৪. দক্ষিণ ভারতের মলয় পাহাড় থেকে আগত বাতাস ৬. সবুজ আভাযুক্ত ৮. কেদারনাথ যে নদীতীরে অবস্থিত ১১. সুমধুর বাতাস ১২. সীমাহীন ১৩. ঘোর অন্ধকারময় ১৬. চমৎকার

সমাধান ৩১৯ — পাশাপাশি: ১. ধার্মিক ৩. মতামত ৬. দহন ৭. শাপ ৮. কলম ১০. মোম ১২. রাহ ১৩. মহিতল ১৫. মারহাত ১৭. বলি ২০. বদ ২১. কঙ্কন ২২. লতা ২৪. শরণ ২৫. তোতলামী ২৬. পাদপ

ওপর-নিচ: ১. ধারকরা ২. কদম্ব ৩. মনমোহিত ৪. মশা ৫. তপন ৯. লহমা ১১. মত ১৩. মহাদশমী ১৪. লবঙ্গ ১৬. রব ১৮. লিনতাপ ১৯. আলতো ২১. রণপা ২৩. তাত

আজকের দিন



■ **১৯৯৯** — জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে তাদের সম্মানে প্রতিষ্ঠা করে।

■ **২০০২** — রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ. বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আইনে স্বাক্ষর করেন।

জন্মদিন



ঝুলন গোস্বামী

১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অঞ্জন চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৬৬ *বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৮৩ *মহিলা ক্রিকেট খেলোয়াড় ঝুলন গোস্বামীর জন্মদিন।*

প্রবাদপ্রতিম বিতর্কিত লেখক কমলকুমার মজুমদার আজও রহস্যময়!

স্বপনকুমার মণ্ডল



স্রষ্টা তার অভিনবত্বে যেমন স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে, তেমনই তার আভিজাত্যের বনেদিয়ানা নিঃসঙ্গতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। সেক্ষেত্রে অভিনবত্বের স্বতন্ত্রতা যেমন স্রষ্টার পরিচয়কে সমুন্নত করে তোলে, তেমনই তার সেই আমন্ত্রণের আতিথ্য আপনাতেই সগৌরবে অসাধারণের বার্তা বহন করে চলে। স্বাভাবিকভাবেই মহৎ স্রষ্টার এই নিঃসঙ্গতাবোধ বা রিক্ততার সোপান তার মানসিক উৎকর্ষেরই পরিচয়বাহী। সেখানে স্রষ্টার সৃজনভূমির উৎকর্ষে তার নিঃসঙ্গ প্রকৃতির সজীবতা নিরূপিত হয়ে থাকে। সেই নিঃসঙ্গতাবোধে স্রষ্টার স্বরচিত বৃত্তের পরিসর ক্রমশ অসাধারণত্বের সোপানে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এতে অবশ্য স্রষ্টার নিঃসঙ্গতার মানসিক দারিদ্র তার সৃজনবিশ্বের মাধ্যমেই শুধু প্রতিফলিত হয় না, ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আভিজাত্য বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে সব প্রতিভাধর শিল্পী-সাহিত্যিকই মনেপ্রাণে কমবেশি নিঃসঙ্গ পথিক। যে-মনধন তার মূলধন, সেই ধনের প্রচুর্য ও আভিজাত্য যেমন তাকে স্রষ্টার আসনে মহাধিরাজ করে তোলে, তেমনই আবার নিঃসঙ্গ সম্রাটের আসনে বসিয়ে দেয় । শিল্পী-সাহিত্যিকের জনসমাদরে জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বভাবসঙ্গত। অন্যদিকে স্রষ্টা যখন তার সৃষ্টির অভিনবত্বের আভিজাত্যে স্বকীয় প্রতিভা ও স্বরচিত ব্যক্তিত্বকে সহচর করে নিঃসঙ্গতাকে আমন্ত্রণ করে, তখন তা শুধু স্বাভাবিকতাকেই বিদায় জানায় না, সেইসঙ্গে বিস্ময়েরও উদ্রেক করে। যেখানে জনারণ্যে একাকিত্বের উৎকর্ষের হাতছানিও মহার্ঘ মনে হয়, সেখানে জনবিচ্ছিন্নতায় মহীয়ান হয়ে ওঠাটা আর যাইহোক সাধারণ্যে অসাধারণের বার্তা বহন করে না, বরং তার অস্বাভাবিক প্রকৃতির সজীবতাই প্রশ্নের অভিমুখকে সক্রিয় করে তোলে। এভাবে সনিষ্ঠ স্বরচিত পথের অগ্রদূত হয়ে রিক্ততাবোধের সদিচ্ছায় আপন কথা যাপন করার সোপানশীর্ষের উত্তরণে সামিল হওয়াটা আপাতভাবে আত্মঘাতীই মনে হবে। অথচ সেই পথেই বাংলা সাহিত্যে যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী কমলকুমার মজুমদার (১৭.১১.১৯১৪-০৯.০২.১৯৭৯)। শুধু তাই নয়, বাংলায় একইসঙ্গে শিল্পী ও সাহিত্যিকের যুগলমিলনের প্রতিকৃতিতে সমীহ ও বিস্ময় আদায় করে নিয়েছেন এরূপ পরিচয়েও কমলকুমারের জুড়িমেলা ভার। সেদিক থেকে বাঙালির সব্যসাচী প্রকৃতিটি তাঁর বিচিত্র প্রকৃতিতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কমলকুমার একক ব্যক্তিত্বের আধারে যেভাবে শত পুষ্প বিকশিত হওয়ার পরিসরকে স্বকীয় প্রতিভায় মেলে ধরেছেন, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তিনি যেভাবে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যে তাঁর আত্মপরিচয়কে বিস্ময়াবহ করে তুলেছেন, তা শুধু ব্যতিক্রমী প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে না, প্রবহমান সাহিত্যের ধারায় নবদিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। অবশ্য সেই দ্বারে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পরিচয় আবশ্যক হয়ে ওঠে।

২

কমলকুমার পরিচয়ের পরিসরে বিস্তৃত না হলেও স্বকীয় প্রতিভার বিস্তারে সক্রিয় হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শিল্প-সাহিত্যে তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সমান্তরে যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনই আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেঘে ঢাকা তারা হয়ে রয়েছে। অথচ তারপরেও তাঁর স্বকীয় বিশেষত্বে সেগুলির অবদান ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছে, কোনোটাই 'আমাকে ব্যবহার করো'র গহ্বরে প্রবেশ করেনি। ব্যক্তিগত জীবনে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে তিনি শিল্পকলার শিক্ষকতায় (ঋতুপর্ণ ঘোষের কথায় 'ক্র্যাফট স্যার') দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। আবার ১৯৫১ ও ১৯৬১-তে আদমসুমারির কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর ভাষাচর্চার বনেদিয়ানা সবিশেষ উল্লেখ্য। যিনি বিশ শতকের মধ্য গগনে থেকে উনিশ শতকীয় বাংলা ভাষায় কথোপকথনে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই তিনিই আবার অভিজাত ফরাসি ভাষাকে আত্মস্থ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে কমলকুমার মাদাম দে সরকারের কাছে ফরাসি পড়তে যেতেন। সেই ফরাসি ভাষায় তাঁর অধিকার ও আধিপত্য তাঁর ঘনিষ্ঠজনে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কমলকুমারের বহু ভাষাবিদ সত্তা তাঁর সাহিত্যচর্চাকেও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে তাঁর ভাষাগত আত্মসচেতন পরিসর গড়ে তোলার সহায়ক হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে কমলকুমারের সহজাত শিল্পীপ্রতিভা ছিল। সেদিক থেকে তিনি বেড়েই উঠেছিলেন এক শৈল্পিক পরিমণ্ডলে। তাঁর অনুজ নীরদবরণ মজুমদার এবং অনুজা শানু লাহিড়ী স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী। কমলকুমার শুধু চিত্রশিল্পী ছিলেন না, শিল্প-সমালোচক হিসাবেও উঁচুদরের ছিলেন, তা তাঁর 'দেশ' পত্রিকায় চিত্র সমালোচনার দায়িত্ব লাভেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, 'দেশ'-এর প্রচ্ছদও এঁকেছেন তিনি। ১৯৫৮-এর ৫ জুলাই প্রকাশিত টিয়া পাখির নকশা সংবলিত প্রচ্ছদটি তাঁর স্মরণীয় সংযোজন। অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেই শিল্পীসত্তার পরিচয় প্রকট। চলচ্চিত্রে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। সত্যজিৎ রায়ের সখ্যতা থেকে ফরাসি চিত্রপরিচালক জাঁ রেনোয়াঁরের সংস্পর্শে আসা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের পরিসরেই সত্যজিতের সঙ্গে কমলকুমারের সংযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে লোকশিল্পের প্রতিও ছিল তাঁর তীব্র অনুরাগ। আসলে গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর শৈল্পিক দৃষ্টির শ্রদ্ধাবোধ আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠেছিল। এজন্য যখন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন, তখন গ্রামবাংলার শিল্পের তথ্যচিত্রের প্রতি তাঁর সানুরাগ প্রয়াস সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলার টেরাকোটা থেকে বাংলার সাধক সবই তাঁর তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে। অন্যদিকে শানু লাহিড়ী তাঁর 'আমার দাদা সবাই জানে গো' ('সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার', ২৩ আগস্ট ২০০৯) স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'দাদা লোকশিল্পের সংগ্রহ করেছিল অনেক। আড়াইশো-তিনশো কাঁচামাটি পোড়ামাটির পুতুল ; জন্তু জানোয়ার পাখি জোগাড় করে। হয়তো সেই সময় অ্যান্টিকের ব্যবসা করার ইচ্ছেও হতে পারে।' সেই ইচ্ছেও কমলকুমারের স্বভাবের অঙ্গ। শিল্পীসুলভ খেয়ালি মনের চলন তাঁর স্বভাবজ। এজন্য তাঁর সদিচ্ছায় দৃষ্টির ক্ষেত্রান্তর ঘটলেও কোনোটাতেই কখনও বাঁধা পড়েননি। সেদিক থেকে কোনো শিল্পমাধ্যমেই তিনি স্থির হতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ববোধে মহৎ শিল্পীসুলভ নির্মম নির্মোহ প্রকৃতিও সজীবতা লাভ করেছে। শানু লাহিড়ী তাঁর উক্ত স্মৃতিকথাতেই জানিয়েছেন 'দাদা প্রায়ই ছোট ছোট সিকোয়েন্স-এর ছবি এঁকে যেত। সেকথা সত্যজিৎবাবুও লিখেছেন, তবে ওঁর দেখার সুযোগ হয়নি। প্রচুর ছবি করেছিল, কিছু আমি আগে ছাপিয়েছি, আর বেশ কিছু দাদা নিজেই ফেলে দিয়েছে। নিজের লেখা দাদা কত যে পুড়িয়ে ফেলেছে! বাবাকে একবার বলে গেল, কালো ট্রাঙ্কে আমার যা কিছু বই আছে, লেখা ও ছাপা, সব পুড়িয়ে ফেলবেন তো। বাবাও তা-ই করলেন।'

৩

আসলে কমলকুমার প্রথাগত উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ার অবকাশে স্বাচ্ছন্দে নিজেকে যেমন শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন, তেমনই তাতে তাঁর স্বকীয় মনন ও মনীষার প্রতিফলনে একই ব্যক্তিত্ব মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়কে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিপরীত মেরুর স্বতন্ত্র প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে তাঁর মানসিক গড়নই ভিন্ন গোত্রের। একই সঙ্গে অন্তেবাসী সমাজের ধেনো পানের সঙ্গে সমাজের সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধজনের ফরাসি সাহিত্য আস্বাদন তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। খালাসিটোলায় 'বাংলা'য় ভিজে সস্তা চটের থলিতে সঁতেন, পাসকাল থেকে মার্শেল প্রস্ত, জেরার্দ দ্য নের্ভালে মজে যাওয়াটা তাঁর ক্ষেত্রে যতই সহজ হোক না কেন, অন্যের কাছে অকল্পনীয়। যে-মুখে বাংলা খিস্তির তুবড়ি ছোটে, সেই মুখেই আবার ফরাসি বাগবিভূতি প্রদর্শন তাঁকেই মানায়। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অপূর্ব সমন্বয়ী বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব সন্দেহের বাতাবরণে বিতর্ককে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, কমলকুমারের আত্মিক পরিচয়ে তাঁর সবিতর্ক পরিচিতিই তাঁকে সজীবতা প্রদান করেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যখ্যাতির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে বিতর্ক। অথচ সেই বিতর্ক থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাতে আরও যুক্ত থাকার ব্রতীতে সামিল হয়ে কমলকুমারের আত্মিক বিকাশের পথ বিতর্কের পরিসরে নিবিড়তা লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই এতে তাঁর সাহিত্যের সমাদরে মূল্যায়নের অভাবই শুধু স্বভাবে পরিণত হয়নি, সেইসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়ও অপরিচয়ে সামিল হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাহিত্যচর্চার পূর্বেই যে-নাট্যচর্চায় তিনি ক্রমশ বিকশিত হয়েছিলেন, সেই নাট্যব্যক্তিত্বকে আজীবন বয়ে চললেও তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় বিতর্কের পরিসরে আত্মগোপন করেছে। সেক্ষেত্রে তাঁর ভিন্নধর্মী উদ্ভাবনী প্রয়াস বিতর্কের পরিসরে উচ্চকিত হতে পারেনি। দিলীপকুমার গুপ্তের উদ্যোগে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'চলচ্চিত্র' (১৯৫০)-এর অন্যতম সম্পাদক ও লেখক ছিলেন কমলকুমার। সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও সুভাষ সেনের মতো বিদগ্ধ সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনিও সামিল হয়েছিলেন। অবশ্য প্রথম সংখ্যায় ছিল তার শেষ সংখ্যা। আবার তিনিই 'ডিটেকটিভ সাপ্তাহিক' 'তদন্ত' বছরখানেক (১৯৫২) সম্পাদনা করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অন্যদিকে কমলকুমার শ্রী আনন্দময় ঘোষের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় অঙ্কবিষয়ক পত্রিকা 'অঙ্কভাবনা (১৯৬৫) বের করেছিলেন। অবশ্য দুটি সংখ্যাতেই তার ইতি ঘটে। এছাড়া সাহিত্যের পত্রিকার প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। শুধু তাই নয়, প্রথমে তিনি সাহিত্য পত্রিকা 'উষ্ণীষ' সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং সাহিত্যের জগতে সক্রিয় হন। সে 'উষ্ণীষ'ও উষ্ণ না হতেই শীতল হয়ে পড়ে। অথচ স্বল্পকালীন পরিসরে বিচিত্র অথচ অভিনব পত্রিকাগুলির সম্পাদক হিসাবে কমলকুমারের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বনেদি আভিজাত্য বিতর্কের ছায়ায় সংগোপনে থেকে গেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনব প্রয়াস প্রচারের আলোতে প্রসারিত হতে পারেনি। অবশ্য তা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণ পাঠকের পক্ষেও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সামিল।

৪

কমলকুমার মূলত বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর স্বকীয়তায় স্বল্প পরিসরে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর সেই পাঠকবিমুখ সৃষ্টিপ্রয়াসের মধ্যে যেমন বিতর্কের অবকাশ বর্তমান, তেমনই তাঁকে এজন্য কম মাশুল গুনতে হয়নি। সেদিক থেকে স্বরচিত ভাষার প্রাচীর শুধু তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নকে অবমূল্যায়নে সামিল করেনি, সেইসঙ্গে তাঁকে প্রাচীরবন্দি বিতর্কের পরিসরে ছকবন্দি করে রেখেছে। এজন্য তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথমে সেই অচলায়তনমুক্ত পরিসরে যখন তাঁর শিল্প-সাহিত্যের চলন সমান্তরাল ভাবে সচল ছিল, সেই সময়ের ফসলও অসময়ের ফেরে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে কমলকুমারের বহুমুখী প্রতিভার অভিমুখ বিতর্কের বিজ্ঞাপনের আড়ালে চলে যায়। অথচ তাঁর প্রতিভায় শিল্প-সাহিত্যের পাশাপাশি দায়বোধ কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তার বাস্তবায়নে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পরিচয় সে-সব প্রয়াসে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, যে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় (পত্রিকায়১৯৫৯, বই হিসেবে ১৯৬২) তাঁর শুভ যাত্রার সূচনা ঘটেছিল এবং যাতে ভাষার প্রাচীর পাঠকসমীপে সুউচ্চ হয়ে উঠে বিতর্ককে আহ্বান জানিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতভূমিটির পরিচয় সে-সব প্রয়াসে লক্ষণীয়। পত্রিকায় অভিনব উদ্যোগের মতো সাহিত্যের সংকলনেও কমলকুমারের স্বতন্ত্র প্রয়াস আপনাতেই সময়ের প্রেক্ষিতে অভিজাত হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলার লোকজ বহুশ্রুত ছড়ার সঙ্গে 'কাঠখোদাই' চিত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর সম্পাদিত অসাধারণ শিশুপাঠ্য ছড়া-সংকলন 'পানকৌড়ি' আপনাতেই উপাদেয় হয়ে উঠেছে। শুধু ছড়াই নয়, তাঁর শিল্পভাবনাতেও দেশজ লোকশিল্পের প্রতি স্বাজাত্যবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। আর এই স্বাজাত্যপ্রীতির পরিচয় পরবর্তীতে তাঁর কথাসাহিত্যেও নিবিড় হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, দেশজভাবনার সঙ্গে আকস্মিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া বিদেশি সংস্কৃতির অন্তর্দ্বন্দ্বময় প্রকৃতির মধ্যে বিপন্ন অস্তিত্বে কমলকুমারের স্বকীয় সত্তার ঘেরাটোপটিও অনেকটাই স্বদেশপ্রীতিজাত। দেশজ পরিসরে স্বাজাত্যবোধে আত্মসচেতন কমলকুমার শিল্পে ও সাহিত্যের প্রগতিতেও তার পরিচয় তুলে ধরায় ব্রতী হয়েছিলেন। 'পানকৌড়ি'র পর তাঁর অপর একটি সম্পাদিত ছড়ার সংকলন 'আইকম বাইকম'। সেখানেও তাঁর শিল্পীর পরিচয় সমুজ্জ্বল। অন্যদিকে কমলকুমারের কাঠখোদাই চিত্রসংবলিত সংকলন 'ঈশ্বরগুপ্তের ছড়া (১৩৫১) তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিভার অনন্য পরিচয়। উনিশ শতকেই যেখানে ঈশ্বর গুপ্তের অস্তিত্ব সংকটে এবং তাঁর প্রশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে আর প্রয়োজন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, সেই 'বাংলা খাঁটি কবি'র ছড়াকার পরিচিতিকে বিশ শতকের মধ্যাহ্নে পাঁড়িয়ে নিজস্ব শৈল্পিক বিন্যাসে যেভাবে তুলেধরায় ব্রতী হয়েছিলেন কমলকুমার, তাতেই তাঁর স্বদেশপ্রীতির অনন্যতা প্রতীয়মান হয়ে পড়ে। বাঙালিসত্তার অকৃত্রিমতাবোধের প্রতি তাঁর সচেতন ও সতর্ক দৃষ্টি প্রথম থেকে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, এজন্য ঔপনিবেশিক শাসনে-শোষণে পীড়িত বাঙালির প্রগতিচেতনার মধ্যেও তিনি আশ্বস্ত হতে পারেননি। মানসিকভাবেই কমলকুমার সমকালের পরিশীলিত বাঙালিসমাজে বেমানান ছিলেন। আর এই বেমানান প্রকৃতির মধ্যে তাঁকে যেমন চিনে নিতে অসুবিধা হয় না, তেমনই তাঁর সজীব প্রকৃতিতে বিতর্কের অবকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়টি বিশদ করা আবশ্যক।

৫

কমলকুমারের মনধনের আভিজাত্যের সঙ্গে তাঁর মূলধনের বনেদিয়ানার সাযুজ্য ছিল না। আত্মিকভাবে তাঁর মনের বিচরণ যেখানে সভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, সেখানে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি তা থেকে অনেকটাই পেছনে। সেক্ষেত্রে আপাতভাবে মনে হতে পারে তাঁর মধ্যে বাঙালিসুলভ 'সিম্পল লিভিং হাই থিঙ্কিং'ই প্রকট। তা কিন্তু নয়। বাঙালির অভাববোধ তার স্বভাবের অঙ্গ। অলস কর্মবিমুখতায় সেখানে ভাবের ঘরে চুরি করে রাজা হওয়ার বাতিকে 'হাই থিঙ্কিং-এর মান্যতা নেতিবাচকতায় অসার হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, 'হাই থিঙ্কিং' উচ্চাবস্থার মধ্যে আত্মতুষ্টিবোধের প্রয়াস বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে কমলকুমার সচেতন ভাবেই 'সিম্পল লিভিং'-এ যত্নবান ছিলেন। আসলে তাঁর জীবনাদর্শই ছিল সহজতার উৎকর্ষসাধন। যাপিত জীবনে তিনি সমুন্নত ব্যক্তিত্বকে সুরক্ষিত করার স্বার্থেই ধনের আভিজাত্যকে সচেতন ভাবেই এড়িয়ে চলেছেন। অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর 'আপন মুদ্রাদোষে অনন্য' ('সংবাদ প্রতিদিন'-এর 'রোববার', ২৩ আগস্ট ২০০৯) নিবন্ধ থেকে জানা যায় কমলকুমার তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগী বিমান সিংহ-কে জানিয়েছেন 'টাকাকড়ির অসুবিধের মধ্যে আছো, বুঝি সেটা । তবে একটি কথা মনে রেখো — গরিব হওয়া কিন্তু ভালো, তাতে ভদ্রলোক থাকা যায়।' গরিব থেকে ভদ্রলোক থাকার দুরূহ সাধনায় কমলকুমারের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রদ্ধেয় কবি-সাধক রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাহান্ন বিঘা জমির মালিক হয়েও রামপ্রসাদ দারিদ্রের সহজতা আপন করে যাপন করেছিলেন মনোহারী আত্মীয়তায়। সেক্ষেত্রে কমলকুমারের সযত্নে লালিত একইসঙ্গে গরিব ও ভদ্রলোক থাকার সদিচ্ছাই তাঁকে বাঙালির ভাববিলাসী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অন্যদিকে বাঙালি হয়েও তাঁর এই অবাঙালিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তাঁকে বাঙালিবিমুখ করে তোলেনি, বরং বাঙালি সত্তার সন্ধানে আরও নিবিড় করে তুলেছে। অপরপক্ষে কমলকুমারের গরিব থাকার বিষয়টি দারিদ্রের দীনতায় আভিজাত্যের দেখনদারির পরিহাসে তাঁকে আরও বিতর্কের পরিসরে সামিল করেছে। একজন 'পাড়মাতাল'-এর মুখে ফরাসি বাকবিভূতি বড্ড বেমানানই শুধু মনে হয়নি, বড্ড অস্বাভাবিকতায় সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে অভিজাত শিক্ষাগর্বীদের আত্মসন্তুষ্টিতে নিদেনপক্ষে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর ন্যায় মনে হয়েছে। অবশ্য কমলকুমারও তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে বিতর্ক আমদানি করেছেন। প্রথমদিকে তাঁর আপাদ কেতাদুরস্ত সাহেব হওয়ার বাতিক ছিল। সেই সাহেব হওয়ার বাসনা অচিরেই ছেড়ে দিয়ে বাঙালির স্বরচিত ব্র্যাণ্ডে আপনাকে মেলে ধরেন যা আজীবন ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর অনুজার উক্ত স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে '১৯৪৭ সালে দাদার বিয়ে হয়ে গেল --- তার আগেই নিরুদা প্যারিস চলে গেছে। কিছুদিন মা-বাবার সঙ্গে থাকার পর, দাদা-বউদি চলে যায় রিখিয়ায় থাকতে। রিখিয়াতে আমাদের বাড়িতে দাদার শ্বশুর-শাশুড়ি শালা-শালিকা সকলেই থাকতেন। দুম করে একদিন দাদা সাহেবি পোশাক ছেড়ে দিল---ছেড়ে দিল সব সিগারেট, ট্যাক্সি চড়া, সুট, জুতো পারফিউম। ধুতি, হাতে থলে, পান খাওয়া ইত্যাদি আরম্ভ হল। একটা মানুষ তো আর একদিনে তৈরি হয় না---নানা কারণ হয় তো ছিল। শ্যামলবাবুকে দাদা একটা গল্প বলেছিল, একজন মুটে নাকি দাদার সাহেবি পোশাক দেখে বলেছিল, বাবু কটা বাজে? দাদা বলল, এত সাহেবি পোশাকেও যখন সাহেব হতে পারলাম না, তখন আর দরকার নেই এই পোশাক।' কমলকুমারের এই সাহেব সাজার সঙ্গে মধুসূদন দত্তের সাহেবিয়ানার প্রয়াস যেমন নেই, তেমনই ডি. এল. রায়ের দেখনদারিও অনুপস্থিত। তা ছিল তাঁর একান্তভাবেই পোশাকি আভিজাত্যের স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। তা না হলে তিনি তা এককথায় এভাবে পরিত্যাগ করতে পারতেন না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঋণ: অন্য জীবন, অনন্য জীবনী, স্বপনকুমার মণ্ডল, সংবেদন, মালদা

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

কারও আবেগকে অশ্রদ্ধা বা আঘাত করতে নেই। গভীর ভালোবাসাতে তার জন্ম, তীব্র ঘৃণাতেই মৃত্যু। তা কারও দুর্বলতা নয়, বেঁচে থাকা জীবনীশক্তি।

কোট-হানকোট



শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ইচ্ছা, আর বাস্তবতা এক নয়। তাঁকে ফিরতে হলে হাতকড়া পরে বন্দি হিসেবেই আসতে হবে। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের (যে মামলায় হাসিনা দোষী সাব্যস্ত) পাসপোর্ট দেওয়ার আইন নেই। বাংলাদেশের যে কোনও দূতাবাসে গেলেই গ্রেপ্তার করা হবে তাঁকে।

হুমায়ুন কবীর, বিদেশ প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে প

বিশ্বভারতী সমবায় সমিতির নির্বাচনে মনোনয়ন জমা ঘিরে উত্তপ্ত বোলপুর

অনুব্রত-ঘনিষ্ঠকে 'চোর চোর' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: প্রায় পাঁচ বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে অবশেষে নির্বাচন হতে চলেছে বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিতে। আর সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রথম দিনেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুরের বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি চত্বর। মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোনয়ন জমার স্থান ঘিরে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডল-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা দেবব্রত সরকার ওরফে গগন সরকার সেখানে উপস্থিত হতেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সমবায়ের কয়েকজন সদস্য। তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর' স্লোগানও দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যান গগন সরকার। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে বিশ্বভারতী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির নির্বাচন না হওয়ায় সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে সদস্যদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল। সমবায়ের পরিচালনায় দীর্ঘদিনের প্রভাব, আর্থিক লেনদেন এবং সদস্যদের প্রাপ্য লভ্যাংশ নিয়ে অতীতে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিপ্লব লৌহ চৌধুরী জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ সমবায় ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। অতীতে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াও বারবার বাধা প্রাপ্ত হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এবার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রত্যাশা প্রকাশ করেন তিনি। সমবায় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। মোট ৫৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আগামী ১৭ ডিসেম্বর। ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ৪৫৮ জন। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২৭ জুলাই বিশ্বভারতী সমবায় সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হওয়ার কারণ দেখিয়ে শেষ মুহূর্তে নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন ও পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক ও পেনশনভোগীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই সমিতির পরিচালনায় কারা আসবেন, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ রয়েছে সদস্যদের মধ্যে। তবে পাঁচ বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হতেই যেভাবে রাজনৈতিক স্লোগান, বিক্ষোভ ও উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হল, তাতে আগামী দিনের নির্বাচনী পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনার ঐতিহ্য বহনকারী এই প্রতিষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত কতটা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে বিশ্বভারতীর সমবায়ের সদস্যরা।

হাওড়া ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া

পানাগড় স্টেশনে এক ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে, হয়রানি



নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পানাগড় স্টেশনে পৌঁছেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস। ট্রেনের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল যাত্রীদের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পানাগড় স্টেশনে পৌঁছনোর কথা ছিল কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৩০মিনিট পর ট্রেনটি মানকর স্টেশনে ঢোকে।সেখান থেকে বেরোনোর পর ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে।কোনো মতে ট্রেনটি পানাগড় স্টেশন পৌঁছায় ৮টা নাগাদ।এরপর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটি দাঁড়ানোর পর আর এগোতে পারে নি। ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে সেখানেই আটকে পড়ে ট্রেনটি।

দীর্ঘক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকায় চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে রেল দপ্তরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন। যাত্রীদের বক্তব্য, এমনিতেই ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরিতে চলছে। তার ওপর এভাবে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনো অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর ফলে অনেক যাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হবে।যেভাবে ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল তাতে কিভাবে তারা বাড়ি পৌঁছাবে সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের আধিকারিকরা। এরপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পানাগড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন খুলে কোলফিল্ড এক্সপ্রেসের বিকল ইঞ্জিনের পরিবর্তে লাগানো হয়। অবশেষে রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ট্রেনটিকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করানো সম্ভব হয়।

তবে কী কারণে ট্রেনের ইঞ্জিনে এই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিল এবং কেন নির্ধারিত সময়ের এত পরে ট্রেনটি পানাগড়ে পৌঁছল, সে বিষয়ে পানাগড় স্টেশনে কর্তব্যরত রেলের আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ফলে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ থেকেই যায়।



চন্দ্রকোনার সুরেরহাট মাঠে জগদ্ধাত্রী পুজো ও আনন্দমেলার শেষ দিনে উপস্থিত আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রশান্ত দিগার ও চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই।

বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধর, গ্রেপ্তার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পায়ে দড়ি বেঁধে পুকুর থেকে টেনে তোলা, এরপর বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে মারধরের অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল (ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা) হওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। ঘটনায় জনরোষের মুখে পড়েছেন কালনা ১ নম্বর ব্লকের কাকুড়িয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সুমিত ঘোষ। পরে তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই সুমিত ঘোষ গ্রামছাড়া ছিলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি এলাকায় ফিরতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একাংশ। সেই সময় উত্তেজনা চরমে ওঠে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তির পায়ে দড়ি বেঁধে পানাপুকুর থেকে টেনে তোলা হচ্ছে। এরপর তাঁকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওতে ওই ব্যক্তিকে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সুমিত ঘোষ বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কালনা থানার পুলিশ। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বিজেপি নেতার দাবি, সুমিত ঘোষ এলাকায় অত্যন্ত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার, সমবায় সমিতির টাকা এবং বিদ্যালয়ের অর্থ তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি গ্রামছাড়া ছিলেন। দীর্ঘদিন পর তাঁকে এলাকায় দেখতে পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। সেই সময় তিনি পুকুরে ঝাঁপ দেন এবং পরে তাঁকে জল থেকে টেনে তোলা হয় বলে দাবি ওই বিজেপি নেতার। বিজেপি নেতার আরও দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। বরং বিজেপি কর্মীরাই সুমিত ঘোষকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, 'ভরসা ইন, ভয় আউট'-এর পরিবর্তে এখন 'ভয় ইন, ভরসা আউট' হয়ে গিয়েছে। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ। ভাইরাল ভিডিও এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগ খতিয়ে দেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত শুরু ও শেষ করার আশ্বাস বিধায়কের

দৌলতচক স্লুইস গেট পরিদর্শন



নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত শুরু করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সম্প্রতি ঘাটাল মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যে মঙ্গলবার ঘাটালের দৌলতচক স্লুইস গেট পরিদর্শন করলেন ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। পরিদর্শনকালে স্লুইস গেটের বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। পাশাপাশি এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থার হাল এবং সম্ভাব্য সমস্যাগুলি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুইলিস গেটের কার্যকারিতা ও জলনিকাশি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন। ঘাটালের মানুষের জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব দেন বিধায়ক শীতল কপাট। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জলনিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন ঘাটালবাসী।

রাজ্যের কোথাও কাঠের সেতু থাকবে না: সেচ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যের কোথাও কাঠের ব্রিজ থাকবে না সবকটাই কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি হবে বলে জানালেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রি অরূপ কুমার দাস। মঙ্গলবার হাওড়া জয়পুর থানা এলাকার কাশমলি তে রূপনারায়ন এবং মুণ্ডেশ্বরী নদী বাঁধের সংস্কার প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসে একথা জানান তিনি। পাশাপাশি বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'যথাসময়ে কাজ না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই কাজ আটকে রয়েছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব কাজগুলো করতে হবে। এবং এই মুহূর্তে নদী ভাঙন একটা বড় সমস্যা। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার আগামী চার বছরের মধ্যে রাজ্যের কোথাও কাঠের ব্রিজ থাকবে না। এবং সেগুলি কংক্রিটের ব্রিজ হয়ে যাবে।' পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনে মুক্ত হওয়া এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিত সামন্ত, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে বিধায়ক চিরণ বেরা, সমাজসেবী অনুপম মল্লিক প্রমুখ। উল্লেখ টু হাওড়া ও হুগলির একাংশ প্রতি বছরই মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলে প্লাবিত হয়। বিশেষত হাওড়া দ্বীপাঞ্চল ভাটোরা, ঘোরাবেরিয়া-চিৎনান এবং কাশমলি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ প্লাবিত হয় এছাড়াও রূপনারায়ন নদ থেকেও বন্যা হয়েছে। মুন্ডেশ্বরীর বাঁধ শক্ত পোক্ত করার বিশেষ এই উদ্যোগকে সন্নিহিত এলাকার মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছে। এদিন পে লোডার চালিয়ে কাজটির উদ্বোধন করেন সেচমন্ত্রী।

মল্লরাজাদের রাস উৎসব ৩৫০ বছরের ঐতিহ্য

প্রথম দিনেই মাতল বিষ্ণুপুর

প্রীতিলতা বন্দোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: দুর্গা বা কালী পূজার মতই বাঁকুড়া জেলার রাস উৎসবেও মল্লরাজাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঁকুড়া বাসীর মনে মল্লরাজাদের শুরু করা রাস উৎসব নিয়ে আলাদা একটা আবেগ আছে।সেই আকর্ষনে রাস ঘিরে মতে উঠেছে বিষ্ণুপুর। কথিত আছে, প্রথমদিকে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বিষ্ণুপুরের ৪৯তম মল্লরাজা বীর হাম্বির শ্রীনিবাস আচার্য্যের সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব ধর্মে গ্রহন করেন।এমনকি বৈষ্ণব ধর্মকে মল্লভূমের রাজধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকেই রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মেতে ওঠে বিষ্ণুপুর সহ গোটা মল্লভূম। এই সময় থেকেই মল্ল রাজকোষ থেকে খরচ করে গড়ে উঠে একের পর এক টেরাকোটার মন্দির। জনশ্রুতি আছে যে বৈষ্ণবজ ধর্মের আবহে এক সময় বিষ্ণুপুরে অসংখ্য মন্দির তৈরি হওয়ায় সন্ধ্যায় প্রদীপ দিতে রাজকোষ থেকে প্রতি দিন একমণ ঘি বরাদ্দ করতে হয়ে ছিল। এই মন্দিরগুলির অধিকাংশই ছিল রাধাকৃষ্ণের মন্দির। মন্দিরের সংখ্যা ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিষ্ণুপুরের আবেগ মূল্যায়ন করে বিষ্ণুপুরকে ঐতিহাসিকেরা গুপ্ত বৃন্দাবন হিসাবে উল্লেখ করেন। রাজা বীর হাম্বির অর্থানুকূল্যে বিষ্ণুপুরে শুরু হয় রাস উৎসব। উৎসব পালনের জন্য গড়ে তোলা হয় সুদৃশ্য ও সুবিশাল রাস মঞ্চ। সে সময় রাস পূর্ণিমার দিন মল্লরাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মন্দিরগুলি থেকে বিগ্রহ নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখা হত এই রাস মঞ্চে। স্বয়ং রাজা ও রাজ পরিবারের সদস্যেরা এমনকি মল্লরাজ্যেরপ্রজারা রাস পূর্ণিমার পর থেকে টানা কয়েক দিন রাসমঞ্চ চত্বরে উৎসবে মেতে থাকতেন। বর্তমানে রাজ বা জমিদার প্রথা নেই সেকারণে বিষ্ণুপুরের সেই রাস উৎসবের রাজকীয় আভিজাত্য ও জৌলুস নেই, কিন্তু সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য, কৌলিন্য ও মল্লরাজাদের ইতিহাসের গর্ব নিয়ে আজও রাস উৎসব আয়োজিত হয়ে আসছে বিষ্ণুপুরে। তবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ রাস মঞ্চকে হেরিটেজ সাইট হিসাবে চিহ্নিত করায় সেখানে রাস উৎসবের অনুমতি আর দেওয়া হয় না। সেকারণে বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন মন্দির থেকে বিগ্রহ এনে এখন রাখা হয় মাধবগঞ্জ ও কৃষ্ণগঞ্জের দু'টি মন্দিরে। সেখানেই প্রাচীন রীতি মেনে পুজো ও উৎসব চলে রাস পূর্ণিমা থেকে টানা পাঁচ দিন।



উৎসবকে ঘিরে মেলাও বসে ওই দুই মন্দির প্রাঙ্গণে। শুধু বিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়া জেলা নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও পর্যটকেরা ভিড় জমান বিষ্ণুপুরে। মাধবগঞ্জের বাসিন্দা মালতি কারক, সত্যেন ব্যানার্জি, অম্লান কর্মকারেরা জানান যে এক সময় যখন রাসমঞ্চে রাস উৎসব হত, তখন মাধবগঞ্জের রাধা মদন গোপাল জিউ ঠাকুরের মত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি থেকে বিগ্রহের রাসমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হত। বর্তমানে মাধবগঞ্জের এই মন্দিরেই রাস উৎসব পালিত হয়ে আসছে। কৃষ্ণগঞ্জেও এই রাস উৎসব হয়। এই দুটি মন্দিরে ৪০-৫০ জোড়া বিগ্রহ আনা হয় রাইসের সময়। তাদের বক্তব্য প্রতি বছর ৫ দিন ধরে এই উৎসব চলে। এবার প্রথম দিনেই মানুষের ভিড় প্রমাণ করছে গুপ্ত বৃন্দাবন বিষ্ণুপুরে রাস উৎসবের প্রতি মানুষের কতটা আবেগ রয়েছে।

সিদুলি ধসপ্রবণ এলাকা পরিদর্শনে ইসিএলের সিএমডি

শীঘ্রই শুরু হবে পুনর্বাসনের কাজ



নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সিঁদুলিতে মাটির ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মঙ্গলবার হাজির হলেন ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের (ইসিএল) সিএমডি সতীশ ঝা। এদিন মাটির অভ্যন্তরে কোনও ধরনের নড়াচড়া বা কম্পন হচ্ছে কি-না, তা খতিয়ে দেখতে সিঁদুলির ৬টি পৃথক স্থানে ব্লাস্টিং করে মাটির কম্পন পরিমাপ করা হয়। জানা গিয়েছে, পরীক্ষার সময় ছয়টি স্থানের কোনওটিতেই উল্লেখযোগ্য কম্পন রেকর্ড করা যায়নি। তবে সিএল জামবাদ ভিউ পয়েন্টে ০.৬ পয়েন্টের কম্পন অনুভূত হয়েছে। ধসপ্রবণ এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং মাটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই পরীক্ষা চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, পরিদর্শন শেষে সিএমডি সতীশ ঝা ইঙ্গিত দিয়েছেন, ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে। তাঁর এই আশ্বাসে স্বাভাবিকভাবেই আশার আলো দেখছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। এখন কবে থেকে পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয় এবং তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া কত দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

NOTICE TO APPEAR / ATTEND PROCEEDINGS OF DLM&SFC-LDH

Through this Publication This is for Constructive Notice for Respondent M/s Wellshown Retail LLP, (A) 191, 1 st , Rabindra Sarani, Kolkata, West Bengal 700007 (B) 4/2DR BonmaliGhoshian , Howrah, West Bengal to appear in person or through Authorized representative before The District level Micro & Small Facilitation Council, Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on 16-12-2026 , 10:00 AM regarding claim reference petition submitted by Claimant M/s Dawer Hosiery Udyog # Flat no- B-278, Madhopuri chowk, near div.no.3, Ludhiana Punjab Act 2006 bearing Reference No. MSEFC/DIC/04/22/1947. If respondent still fails or omits to appear as above then Arbitration proceedings shall be conducted as per section 23 & 25 of Arbitration & Conciliation Act and Award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager
District Industries Centre, Industrial Estate, Ludhiana
Ph.No. 0161-2540695
Email id: dicludhiana5@gmail.com, ludhiana.msefc@gmail.com

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ
ফ্লোরিন রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান/সিআইএন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নাম	**ফ্লোরিন রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড (U70109WB2012PTC183217) প্যান- AACCF1706H**
২.	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৪৭, যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৫।
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কোনো ওয়েবসাইট নেই।
৪.	অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের বিবরণ	কোম্পানির কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই।
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার স্থাপিত ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রীত প্রধান পণ্য/পরিষেবার পরিমাণ এবং মূল্য	কোম্পানিটি সচল প্রতিষ্ঠান নয় এবং গত আর্থিক বছরে কোম্পানির রাজস্ব শূন্য।
৭.	কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা	শূন্য
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা, প্রক্রিয়ার পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রাসঙ্গিক তারিখ সহ অন্যান্য বিবরণ যেখানে উপলব্ধ	রাকেশ কুমার আগরওয়াল ২০ এন.এস. রোড, ব্লক-এ, ১ম ফ্লোর, রুম নং-১৫, কলকাতা-৭০০০০১।
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ)-এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা যেখানে উপলব্ধ	রাকেশ কুমার আগরওয়াল ২০, এন.এস. রোড, ব্লক-এ, ১ম ফ্লোর, রুম নং-১৫, কলকাতা-৭০০০০১।
১০	আগ্রহ প্রকাশ প্রাপ্তির শেষ তারিখ	১০ ডিসেম্বর ২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	২০শে ডিসেম্বর ২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার প্রতি আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৫ ডিসেম্বর ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	৪ জানুয়ারি ২০২৭
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুরোধ জারির তারিখ	৯ জানুয়ারি ২০২৭
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭
১৬	আগ্রহ প্রকাশ জমা দেওয়ার জন্য প্রসেস ইমেল আইডি	সিআইএআরপি : florinrealtors@gmail.com
১৭	এমএসএমই হিসেবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিবন্ধন অবস্থার বিবরণ	উপলব্ধ নয়

(রাকেশ কুমার আগরওয়াল)
নিবন্ধন নং : IBBI/IPA-001/IP/P-P00443/2017-18/10786
২০, এন.এস. রোড, ব্লক-এ, ১ম ফ্লোর,
রুম নং-১৫, কলকাতা-৭০০০০১
২৫ নভেম্বর ২০২৬
কলকাতা
ফ্লোরিন রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড-এর
প্রস্তাব পেশাদার

SBI আরএএসএমআইসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৩য় ফ্লোর, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান-৭১৩১০১ (পঃবঃ)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ই-মেল : sbi.10264@sbi.co.in

গাড়ি ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ : নাম শিব কান্ত মনহর, ই-মেল আইডি : sbi.10264@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮০০১১৭৫৯৭৪

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট হাইপোথেকেটেড নিচে বর্ণিত গাড়িটি "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" এবং "কোনো দাবি ব্যতিরেকে" ভিত্তিতে, কোনো দায়ভার থাকলে তা সহ, ৩০.১১.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা ও অ্যাকাউন্টের বিবরণ	গাড়ির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : দয়াময় মুখার্জী** **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪৪৪৯২২৯৩৭৫৭** **বকেয়া ১৩.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬,১৯,৪০০.০০ টাকা, তৎসহ সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ**	**প্রস্তুতকারক :** মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ **মডেল :** SWIFT VXI **গাড়ির নম্বর :** WB41P6232 **ইঞ্জিন নং :** Z12EP1242004 **স্যাসি নং :** MBHZCDESKSE344870 **নিবন্ধনের তারিখ :** ২৩.১০.২০২৫ **সংরক্ষিত মূল্য : ৪,৫৬,০০০.০০ টাকা** **বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) : ৪৫,৬০০.০০ টাকা** **দর বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০০.০০ টাকা**
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : দৌলত শা** **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪৩২০৪২০৩৮০৭** **বকেয়া ১৩.১১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১০,০৭,৮৯৯.০০ টাকা, তৎসহ সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ**	**প্রস্তুতকারক :** কিয়া ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড **মডেল :** SONET G1.0T IMT HTK PLUS **গাড়ির নম্বর :** WB42BH8290 **ইঞ্জিন নং :** G3LCRM178531 **স্যাসি নং :** MZBFB811LRN425868 **নিবন্ধনের তারিখ :** ০৫.০৮.২০২৪ **সংরক্ষিত মূল্য : ৩,০৭,০০০.০০ টাকা** **বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) : ৩০,৭০০.০০ টাকা** **দর বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০০.০০ টাকা**

গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.১১.২০২৬ (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা)
পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ - ৮০০১১৫২৬৬৪ (ম্যানেজার এনপিএ)
১) ইচ্ছুক দরদাতাদের অংশগ্রহণের পূর্বে গাড়ি(গুলি) পরিদর্শন করা এবং এর বিবরণ, গুণমান ও অন্যান্য ত

রাজ্যপালের প্রশংসা কুড়োল নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দির

সোমা মুখোপাধ্যায়



উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে রাজ্যপাল আর. এন. রবি মঙ্গলবার নকশালবাড়ির সারদা বিদ্যামন্দিরের বিদ্যালয়ে যান। সেখানে তিনি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এদিন নিজের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন তিনি। সারদা বিদ্যামন্দিরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে সামাজিক বা অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা, শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং গঠনমূলক দেশ গঠনের পথে পরিচালিত করছে তিনি তার প্রশংসা করেন। রাজ্যপালের এই পরিদর্শনের সময় দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি গুণগত শিক্ষা, শৃঙ্খলা এবং নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনন গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় রাজ্যপাল আর. এন. রবি তাঁর ছাত্রজীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে, কঠোর পরিশ্রম করতে এবং দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। পাশাপাশি জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য তিনি তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেন। এক বিবৃতিতে রাজু বিস্তা বলেন, এই অঞ্চলের ইতিহাসে নকশালবাড়ির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সারদা বিদ্যামন্দিরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রসার, সামাজিক উন্নয়ন এবং গঠনমূলক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'শিক্ষার পরিধি কেবল পুঁথিগত অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় বরং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহানুভূতি, দেশপ্রেম এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মতো মূল্যবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন।' তিনি শিক্ষা, বাণিজ্য, ব্যবসা এবং সামাজিক অগ্রগতির কেন্দ্র হিসেবে নকশালবাড়ির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ওপরও আলোকপাত করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে রাজু বিস্তা বলেন, 'দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের জন্য গুণগত শিক্ষা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা আমাদের সকলের সম্মিলিত অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।' তিনি স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মী এবং শিক্ষার্থীদের তাদের নিরলস প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে, রাজ্যপালকে এই পরিদর্শনের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৬০০ ফুট নদীবাঁধে ধস

বিপদের মুখে হিঙ্গলগঞ্জের একাধিক গ্রাম, উদাসীন প্রশাসন



নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: রায়মঙ্গল নদীর ভাঙন রুখতে নেই কোনও কার্যকর উদ্যোগ। প্রায় ৬০০ ফুট নদীবাঁধের কোথাও ভাঙন, কোথাও ধস। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। এবার বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন হিঙ্গলগঞ্জের রামাপুর স্কুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রায়মঙ্গল নদীর এই অংশের বাঁধ বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রায় ৬০০ ফুট এলাকাজুড়ে কোথাও বাঁধের মাটি ধসে গিয়েছে, কোথাও আবার ভাঙন ধরেছে। অথচ একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানিয়েও বাঁধ মেরামতির কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বর্ষা কিংবা নদীতে জলের চাপ বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বাঁধ ভেঙে গেলে শুধু বসতবাড়িই নয়, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এবং মাছের ভেড়িও জলের তলায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কার্যত বড় বিপর্যয়ের অপেক্ষায় রয়েছে একাধিক গ্রাম। স্থানীয়দের দাবি, বিপর্যয় ঘটার পর তৎপরতা দেখানোর বদলে এখনই জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করতে হবে। এদিকে রাজ্যে নতুন সরকারের ছয় মাস অতিক্রান্ত। সুন্দরবনের মানুষের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার প্রতিফলন কোথায়, সেই প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। শুধু সাধারণ মানুষই নন, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিজেপি নেতারাও। তাঁদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী কাজের নির্দেশ দিলেও প্রশাসনের একাংশের আধিকারিকদের মধ্যে তৎপরতার অভাব রয়েছে। নদীভাঙনের মতো বিপজ্জনক সমস্যা নিয়েও কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এখন প্রশ্ন, প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নাড়ার পরেও কি বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে গ্রামবাসীদের? নাকি বড় কোনও ক্ষতি হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? ক্ষোভে ফুটছে হিঙ্গলগঞ্জ-এর মানুষ।

নতুন সরকারের প্রথম বরাদ্দ

উন্নয়নে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদকে ২১ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর উন্নয়নের কাজে এবার সরাসরি অর্থ বরাদ্দ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে। জেলার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিষেবার মানোন্নয়নে প্রথম পর্যায়ে ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এই অর্থে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, নদীবাঁধ-সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হবে। নতুন সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উত্তর ২৪ পরগনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা হিসেবেই এই বরাদ্দকে দেখা হচ্ছে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাদ্দের মধ্যে ১৬তম অর্থ কমিশনের ১৫ কোটি এবং ষষ্ঠ রাজ্য অর্থ কমিশনের ৬ কোটি টাকা রয়েছে। ৬০৪০ অনুপাতে টায়েড ও আনটায়েড খাতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। টায়েড ফান্ডে নিকাশি, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, শ্মশান, জেটিঘাট, পরিশ্রুত পানীয় জল, হাট-বাজারে মার্কেট শেড, কাঁচা নদীবাঁধ ও রাস্তা নির্মাণের মতো কাজ হবে। আনটায়েড ফান্ডে নতুন রাস্তা, কমিউনিটি হল ও বিয়েবাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এবারের প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে 'ক্রিটিক্যাল গ্যাপ' পূরণ। অর্থাৎ, সরকারি বা অন্য কোনও প্রকল্পে তৈরি হওয়া দুটি রাস্তা কিংবা পরিকাঠামোর মধ্যে সংযোগের অভাব থাকলে, সেই অসম্পূর্ণ সংযোগ তৈরি করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, দুটি রাস্তার মাঝে এক থেকে দেড় কিলোমিটার অংশ তৈরি বা সংস্কার হলে যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে, এমন ক্ষেত্রে সেই কাজও এই খাতের আওতায় আসবে। শুধু রাস্তা নয়, বিভিন্ন পরিকাঠামোর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ তৈরি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, ২১ কোটি টাকার কাজের প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি। এবার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কাজ শুরু হবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনেই খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। নির্ধারিত সিডিউল মেনে দ্রুত ও সঠিকভাবে কাজ শেষ করাই আমাদের লক্ষ্য। এতে জেলার বহু মানুষ উপকৃত হবেন।'

সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত ললিত কলা একাডেমির আর্ট গ্যালারি



নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: 'আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরিচয়' এই শিরোনামে সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা 'বড় ঠাকুর'কে সমসাময়িক সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ঘর সাজানোর জিনিস হিসাবে সংরক্ষণের জন্য রূপান্তর নিয়ে ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট ললিতকলা একাডেমির সিনিয়র ফেলো শিল্পী স্বপন পন্ডিতের একটি উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। সম্প্রতি সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে গবেষক প্রাবন্ধিক ধূর্জটি নস্কর বলেন, 'দক্ষিণ রায়'-এর পৌরাণিক কাহিনী দক্ষিণ ২৪ পরগনার খাঁড়ি অঞ্চলে ষোড়শ শতাব্দীর আগে প্রকাশ পায়নি। এবং এই পূজা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সম্পূর্ণ অঞ্চলে, এমনকি হুগলি-ভাগীরথী নদীর ওপারে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের বরিশালের বাকলা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট জেলাতেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই পূজা কেবল 'সুন্দরবন'-এর কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।' শিল্পী স্বপন পন্ডিত উপস্থাপনায় জানান, 'গবেষকদের ঐতিহাসিক কাজ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে 'সুন্দর-বন'-এর টেরাকোটা 'বড়' দম্পতি নব্যপ্রস্তর যুগের অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেছে। যা উর্বরতার দেবতা হিসাবে ব-দ্বীপ অঞ্চলের আদি মানুষের কাছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেবতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। কোনও বিরতি ছাড়াই, ষোড়শ শতাব্দীতে তারা 'দক্ষিণ রায়' এবং 'নারায়ণী' হিসাবে আবির্ভূত হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই দীর্ঘ যাত্রায় রূপের পরিবর্তন নামমাত্র ছিল, কেবল কিছু কাঠামোগত ও কারিগরি পরিবর্তন পাওয়া যায়। নব্যপ্রস্তর যুগে মূর্তিগুলি শক্ত এবং মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু ছিল, তারপর ছাঁচ ও চাকার ব্যবহারের কারণে ধীরে ধীরে বড় ও তুলনামূলকভাবে উঁচু হয়েছে। অর্থাৎ 'বড় ঠাকুর' এমন একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পদ যা ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিকশিত মানব সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ললিত কলা একাডেমির সচিব রামকৃষ্ণ বেদালা। উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন সচিব, শিল্পী সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রমুখ।

অসহায়দের বসতবাড়ি বাঁচাতে নিজের গয়না বন্ধক রাখলেন বিধায়ক



নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে নিজের ব্যক্তিগত গয়নাও বন্ধক রাখতে পিছপা হলেন না গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র। বাড়ি হারানোর আশঙ্কায় দিশাহারা এক অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য করলেন তিনি। আর সেই অর্থের ব্যবস্থা করতে নিজের গলার সোনার চেন বন্ধক রাখলেন বিধায়ক। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি গলসি থানার অন্তর্গত বেলান গ্রামের। যদিও গ্রামটি খণ্ডঘোষ বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়ে। সেখানকার বাসিন্দা সমর পাল। স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর সংসার। পরিবারের মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয়টুকু হারানোর আশঙ্কায় বর্তমানে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল তাঁদের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালে নিজের বাড়ি তৈরির স্বপ্ন পূরণ করতে একটি ঋণদানকারী সংস্থার কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন সমরবাবু। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর দাবি, গত দশ বছরে সুদ বাবদ কমবেশি সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন তিনি। এরই মধ্যে হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসারে আর্থিক সংকট আরও গভীর হয়। একদিকে সংসার চালানোর চাপ, অন্যদিকে ঋণের বোঝা, সব মিলিয়ে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। আর্থিক সংকটের প্রভাব পড়ে সন্তানদের পড়াশোনাতেও। মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় মেয়ে সুজাতা পালের কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা। এমনকী একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছেলে সুপ্রিয় পালের টিউশন ফি দেওয়ার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেন সমরবাবু। এরই মধ্যে আদালতের নির্দেশে বাড়ির দখল নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে ঋণদানকারী সংস্থা। ফলে পরিবারের শেষ আশ্রয়টুকুও হারানোর আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে কোনও উপায় না দেখে তাঁরা দ্বারস্থ হন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্রের। নিজেদের অসহায় পরিস্থিতির কথা বিস্তারিতভাবে জানান তাঁরা। পরিবারের দুরবস্থার কথা শোনার পর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বিধায়ক। যদিও সমর পালের বাড়ি তাঁর নিজের বিধানসভা এলাকায় নয়, তবুও সেই পরিচয়কে সাহায্যের পথে বাধা হতে দেননি তিনি। রাজু পাত্র জানান, বিধায়ক ভাতার টাকা হাতে পেতে আরও প্রায় দশ দিন দেরি রয়েছে। কিন্তু পরিবারের হাতে সময় অত্যন্ত কম। তাই শেষ পর্যন্ত নিজের গলার সোনার চেন বন্ধক রেখে এক লক্ষ টাকার একটি চেক সমর পালের পরিবারের হাতে তুলে দেন তিনি। বিধায়কের কাছ থেকে এই সাহায্য পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি সমর পাল ও তাঁর স্ত্রী। কঠিন সময়ে এভাবে পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজুপাত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁরা। পাশাপাশি মেয়ে সুজাতার পড়াশোনা যাতে পুনরায় শুরু করা যায়, তার ব্যবস্থাও করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। রাজনীতির পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

শিল্পের ছোঁয়ায় সিঙ্গুরে জমির আকাশছোঁয়া দর

ফড়েদের রুখতে ঐক্যবদ্ধ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুরের মাটিতে ফের শিল্পের আলো দেখার আশায় রাতারাতি বদলে গিয়েছে গোটা এলাকার জমির বাজারদর। অশোক লেল্যান্ডের ট্রাক তৈরির কারখানা তৈরির খবরে ন্যানো-ভূম ও সংলগ্ন অঞ্চলের জমির দাম আট থেকে দশ গুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। যেসব জমি দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলিরও এখন ব্যাপক চাহিদা। তবে এই চড়া দরের সুযোগ নিয়ে এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে বহিরাগত জমি মাফিয়া ও দালালচক্র।

অভিযোগ উঠেছে, সরকারিভাবে জমি কেনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই একদল অসাধু চক্র সক্রিয় হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত কারখানার আশপাশের জমির মালিকদের নানা প্রলোভন ও ভুল তথ্য দিয়ে কম দামে জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। মূলত সহজ-সরল চাষিদের কাছ থেকে সস্তায় জমি কিনে পরে চড়া দামে সরকারের কাছে বিক্রি করে লাভ তোলাই এই চক্রের উদ্দেশ্য। তবে দালালদের এই কৌশলে পা দিতে নারাজ এলাকার চাষিরা। কেউ যাতে প্রলোভনে পড়ে নিজের জমি না হারান, সেজন্য ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছেন তাঁরা। স্থানীয় চাষিদের মতে, অনেকেই সহজ-সরল হওয়ায় অসাধু চক্র তাঁদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। তাই তাঁরা ঠিক করেছেন, কোনো মধ্যস্থতাকারী বা দালালের হাতে জমি না দিয়ে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপে ন্যায্য দরে জমি বিক্রি করবেন। অন্যদিকে, জমির সঠিক মূল্য নিয়ে এলাকায় তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করার দাবিও জোরালো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, বাজারে কাঠা প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত নানা রকম দরের কথা শোনা



যাচ্ছে, যা নিয়ে চাষিদের মধ্যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আগে জমির ধরন অনুযায়ী 'সোনা' ও 'শালি' ভাগে দাম নির্ধারিত হতো কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্গাপুর রোড থেকে জমির দূরত্বের ভিত্তিতে প্রশাসন ও চাষিদের আলোচনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দর ঠিক করা জরুরি। উল্লেখ্য, সিঙ্গুরের ৯৯৭ একর জমি যুক্তিসঙ্গত দরে কেনার লক্ষ্যে হুগলির জেলাশাসক ইতিমধ্যেই চাষিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন। দালাল ও মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে সিঙ্গুরের বিধায়ক অরূপ কুমার দাস জানিয়েছেন, ভালো উদ্যোগ শুরু হলে কিছু খারাপ লোক গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেই, তবে সব বাধা কাটিয়ে সিঙ্গুরে শিল্প গড়ে উঠবেই।

সপ্তগ্রামে গো-হত্যা রুখতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্যে গো-হত্যা রুখতে সরকারের কড়া অবস্থানের পরপরই সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল সপ্তগ্রামের বিজেপি বিধায়ক স্বরাজ ঘোষকে। মঙ্গলবার হুগলির মগড়ার ইসলামপাড়া এলাকার মন্দিরতলার একটি গোশালায় গিয়ে রীতিমতো ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে গো-পুজোয় অংশ নেন তিনি। জানা গিয়েছে, সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে গো-হত্যা বন্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছিলেন। তার ঠিক পরদিনই মগড়ার ওই খাটালে উপস্থিত হয়ে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে গরুর গায়ে উত্তরীয় পরিয়ে দেন বিধায়ক। প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করার পাশাপাশি গরুকে ফলও খাওয়ান তিনি। পুজো শেষে বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ স্পষ্ট জানান, গোমাতা তাঁদের কাছে দেবতাসম, তাই রাজ্যে কোনওভাবেই গো-হত্যা বরদাস্ত করা হবে না। সপ্তগ্রাম বিধানসভা এলাকার পুলিশ ও প্রশাসনের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, কোথাও এমন ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখেন তিনি। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদেরও গোটা বিষয়ের ওপর কড়া নজর রাখার এবং কোনও খবর পেলে সরাসরি তাঁকে জানানোর নির্দেশ দেন বিধায়ক। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্বতন সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তা ভুলে যাওয়ার কথা বলেন তিনি। সেই সঙ্গে 'গোকুল মিশন' প্রকল্পের আওতায় সরকারি নিয়ম মেনে কেউ গোশালা তৈরি করলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে বলেও এদিন আশ্বাস দেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক।



রজত জয়ন্তী বর্ষে সিউড়ি রবীন্দ্র পল্লীর রাস উৎসব। সাত দিনব্যাপী চলা এই উৎসবে প্রভাত ফেরী, পূজাপাঠ, আরতি হরিনাম ও ভোগ বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে ৩০০ মহিলাকে শাড়িপ্রদানও করা হয়। রাসকে কেন্দ্র করে প্রণব সুভাষ মঞ্চে লোক সংস্কৃতি অনুষ্ঠান চলবে সপ্তাহব্যাপী।

নাবালিকার বধূর মাতৃত্বের জন্য গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নাবালিকাদের বিয়ে ও অল্প বয়সে মাতৃত্বের ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক উদ্বেগের মধ্যেই ফের সামনে এল বাল্যবিবাহের অভিযোগ। নাবালিকাকে বিয়ে করে তার সন্তানের বাবা হওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হল ২৭ বছরের এক যুবক। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া থানার শিবাটি এলাকার। ধৃতের নাম মৃত্যুঞ্জয় দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবাটি এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় পাশের গ্রামের এক নাবালিকাকে বিয়ে করে। সম্প্রতি ওই নাবালিকা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। প্রায় ১০ দিন আগে হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হওয়ার পর সেখান থেকেই সংশ্লিষ্ট তথ্য পাঠানো হয় বাদুড়িয়া থানায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মৃত্যুঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে।

আধার কার্ডে বিপত্তি

সরকারি খাতায় মৃত দেখানোয় চরম দুর্ভোগে গোঘাটের গৃহবধূ



নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দিব্যি সুস্থভাবে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। সংসারের কাজকর্মও করছেন প্রতিদিনের মতো। অথচ সরকারি নথিতে তিনি মৃত! এমনই অবিশ্বাস্য ও দুর্ভোগের পরিস্থিতির শিকার গোঘাটের এক গৃহবধূ। জীবিত থেকেও সরকারি খাতায় মৃত হয়ে যাওয়ার কারণে গত প্রায় আড়াই বছর ধরে রাজ্য সরকারের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তিনি। প্রশাসনের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছুটেও মেলেনি সমস্যার সমাধান। ফলে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে ওই গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের। ঘটনাটি গোঘাটের কুমুড়সা অঞ্চলের পাতুলসাড়া এলাকার বাসিন্দা বিনতা পালের। অভিযোগ, ২০২৪ সালে তাঁর বড় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য আরামবাগের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। আর মেয়ের মৃত্যুর পরেই পরিবারের জীবনে নেমে আসে আরও এক বিপত্তি। পরিবারের অভিযোগ, নার্সিংহোমে মৃত্যুর তথ্য অনলাইনে নথিভুক্ত করার সময় কোনওভাবে মেয়ের পরিবর্তে তাঁর মা বিনতা পালের আধার কার্ডের নম্বর ব্যবহার করা হয়। আর সেই ভুল তথ্যের জেরেই সরকারি নথিতে জীবিত বিনতা পালকে মৃত হিসেবে দেখানো শুরু হয়। এরপর থেকেই কার্যত সরকারি ব্যবস্থার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন বিনতা। অভিযোগ, আধার সংক্রান্ত তথ্যের এই বিভ্রাটের কারণে রেশন, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি। এই বিষয়ে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার জানান, 'বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং উদ্বেগের। একজন জীবিত মানুষকে সরকারি নথিতে মৃত দেখানো কোনওভাবেই কাম্য নয়। এর ফলে একজন সাধারণ নাগরিক তাঁর প্রাপ্য সরকারি পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিষয়টি আমি গুরুত্ব দিয়ে দেখব।'

বোল্লা রক্ষা কালীপুজোয় আকাশপথে হবে পুষ্পবৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব বোল্লা রক্ষা কালীপুজোকে ঘিরে এবার বাড়তি আকর্ষণ হতে চলেছে আকাশপথে পুষ্পবৃষ্টি। আগামী ২৭ নভেম্বর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বোল্লা রক্ষা কালীমায়ের মন্দির চত্বরে ফুল ছড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিন বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এই খবরের কথা জানিয়ে এতদিনের জল্পনার অবসান ঘটান। তিনি জানান, এই বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের। বিধায়কের কথায়, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিশেষ প্রচেষ্টাতেই পুষ্পবৃষ্টির এই অভিনব আয়োজন সম্ভব হচ্ছে। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন বিদ্যুৎবাবু। আগামী ২৭ নভেম্বর পুষ্পবৃষ্টির এই বিশেষ মুহূর্তে মন্দির চত্বরে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। এদিকে, পুষ্পবৃষ্টির খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হতে চলেছে বোল্লায়। পুজোর দিন আকাশপথে হেলিকপ্টার থেকে ঝরে পড়া ফুলে মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ কখন ভরে ওঠে, এখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন অগণিত ভক্ত।



সাইকেলে আফ্রিকা জয় করে ঘরে ফিরলেন পুরুলিয়ার অক্ষয়

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়



পুরুলিয়া: ছয় মাসের লম্বা পথ পেরিয়ে অবশেষে ঘরে ফিরলেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সাইকেল আরোহী অক্ষয় ভগত। রবিবার পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে বুরদা গ্রামের ছেলে অক্ষয়। ছোটবেলা থেকেই সাইকেলই তাঁর সঙ্গী। এবারের যাত্রায় তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই, সাইকেলে চেপে আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি পেরিয়ে বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'-এর দেশটাকে ছুঁয়ে দেখা। সেই স্বপ্নই এবার সত্যি হলো। গত ২২ মে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। আফ্রিকায় পৌঁছনোর আগেই বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, চিন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়াসহ মোট ২০টি দেশ ঘুরেছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন দু'চাকায়। আফ্রিকায় ঢুকে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা থেকে শুরু হয় তাঁর আসল অভিযান। প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার করে সাইকেল চালিয়েছেন। পথে পড়েছে প্রায় ৯ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কালাহারি মরুভূমি। জনমানবহীন সেই পথে তীব্র গরম, জলের কষ্ট, বন্যপ্রাণীর ভয়, সবকিছু

সাংসদ পদ খারিজের নোটিসের জবাব এনসিপিআইয়ের

২৬ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে শুনানি



নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: ছাব্বিশের নির্বাচনে ভরাডুবি হওয়ার পর দলবদল করেছিলেন তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ। আর এই ঘটনার জেরে তাদের সাংসদ পদ খারিজ করার দাবিকে কেন্দ্র করে আইনি লড়াই নতুন মোড় নিল। এই বিষয়ে লোকসভার স্পিকারের পাঠানো নোটিসের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জমা দিলেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দেওয়া সাংসদ জুন মালিয়া, অরূপ চক্রবর্তী ও আবু তাহের খান। মঙ্গলবার ছিল এই জবাব জমা দেওয়ার শেষ দিন। তিন সাংসদই তাঁদের লেখা চিঠিতে, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই নিজেদের বক্তব্য স্পিকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জুন মালিয়া জানান, সোমবার রাতেই তিনি তাঁর জবাব জমা করে দিয়েছেন।

আবু তাহের খান বলেন, তিনিও নোটিসের উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। অন্য দিকে, বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, শুধু তাঁরা তিন জন নন, সংশ্লিষ্ট সব সাংসদই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য চিঠির মাধ্যমে স্পিকারকে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ৪ মে- র পর তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছিলেন মোট ২০ জন সাংসদ। তাঁদের সাংসদ পদ খারিজ করার দাবি নিয়ে লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন করেছিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরে সেই আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়ায় স্পিকার ও লোকসভার সচিবালয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন তিনি। এর পরেই দলবদল করা ২০ সাংসদকে পৃথক ভাবে নোটিস পাঠিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানতে চান লোকসভার স্পিকার। কিন্তু জবাব দেওয়ার জন্য বারবার অতিরিক্ত সময় চাইছিলেন সংশ্লিষ্ট সাংসদদের একাংশ। অগস্ট মাস থেকে একাধিকবার এই সময়সীমা পিছিয়ে, তাদেরকে সময় দেওয়া হয়। অবশেষে ২৪ নভেম্বরের মধ্যে জবাব জমা দেওয়ার শেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ বার সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার পর এবার রাজনৈতিক মহলের নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে। আগামী ২৬ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা। ফলে স্পিকারের কাছে জমা পড়া জবাব এবং শীর্ষ আদালতের শুনানি, এই দু'টি বিষয়ই ওই ২০ জন দলত্যাগি সাংসদদের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করার জন্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁদের সাংসদ পদ বহাল থাকবে, নাকি দলত্যাগ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী পদ খারিজ হবে, এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ হবে, এখন সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভে বাংলাদেশ উত্তাল

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর: ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পোশাক-শ্রমিকদের বিক্ষোভে মঙ্গলবারও অশান্তি হল বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকা। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষও হল। গাজীপুরে ভাঙচুর করা হল পুলিশের চৌকি। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে মঙ্গলবার গাজীপুরের ভোগরা বাইপাস, চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ি এলাকার ৭০টি পোশাক কারখানার কর্তৃপক্ষ ছুটি ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি ৩২টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা, ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-অবরোধ করেন আন্দোলনকারি পোশাক শ্রমিকেরা। এ সময় কয়েকটি স্থানে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুর এলাকায় পুলিশ চৌকি (বক্স) ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

ন্যূনতম বেতন ১২,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন চলছে বাংলাদেশে। আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার ১ নভেম্বর ছ'সদস্যের নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করেছিল। বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আজাদ সুবহানির সভাপতিত্বে সোমবার দুপুরে তৃতীয় বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু



প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় অচলাবস্থা কাটার ইঙ্গিত মেলেনি।

মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই দুই দফায় তাঁদের মজুরি প্রস্তাব সংশোধন করে জমা দিয়েছিল বৈঠকে। সংশোধনী প্রস্তাবে শ্রমিকপক্ষ কমিয়েছে ১০ হাজার টাকা। অন্য দিকে, মালিকপক্ষ বাড়িয়েছে মাত্র ৮০০ টাকা। তবে সুবহানি আশা প্রকাশ করেছেন দ্রুত তাঁরা সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারবেন। কিন্তু তার পরেও ফের শুরু হয়েছে আন্দোলন।

কনৌজে স্কুলবাসকে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত্যু চার শিশুর



লখনউ, ২৪ নভেম্বর: মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ের উপরে একটি স্কুলবাসের পিছনে ধাক্কা মারে দ্রুত বেগে ছুটে আসা একটি ট্রাক। বাসে ছিলেন ৫০ জন যাত্রী, যাঁদের অধিকাংশই স্কুলপড়ুয়া। আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চার স্কুলপড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য কৌশাম্বীর একটি স্কুলের পড়ুয়ারা তাজমহলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে ফিরছিল স্কুলবাসটি। পড়ুয়াদের কয়েক জন শৌচকর্ম সারতে নীচে নামায় বাসটি সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছন দিকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। ফলে স্কুলবাসের পিছন দিকটি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায় ওই অংশটি।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আহতদের মধ্যে স্কুল ম্যানেজার এবং এক পড়ুয়ার অবশ্য আশঙ্কাজনক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের কানপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেছেন জেলাশাসক। যে সমস্ত পড়ুয়া আহত হয়নি, তাঁদের অন্য বাসে চাপিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। পুলিশ সুপার বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং উত্তরপ্রদেশ এক্সপ্রেসওয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কর্মীরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান। তার পর আহতদের নিকটবর্তী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের চার জনের বয়স ১৪ থেকে ১৭-র মধ্যে।

অক্সফোর্ডে যেতে বাধা, বিমানবন্দরেই থামানো হল ককরোচের সৌরভকে



নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: ককরোচ জনতা পার্টির নেতা সৌরভ দাসকে ব্রিটেন যাওয়ার বিমানে উঠতে দেওয়া হল না। সোমবার মধ্যরাতে দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানেই থামিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। জানিয়ে দেওয়া হয়, যেহেতু তাঁর পাসপোর্ট নজরদারিতে রয়েছে, তাই তিনি বিমান যাত্রা করতে পারবেন না। সৌরভ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের আমন্ত্রণে সেখানে যাচ্ছিলেন 'আরশোলা' সৌরভ। এক সেমিনারে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই তাঁকে আটকে দেওয়া হল।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে বিক্ষোভ দেখানোর পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সৌরভকে। এদিকে সম্প্রতি বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগও উঠেছে ককরোচ জনতা পার্টির নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্টে। মামলাকারীর দাবি, সৌরভের অতীত খতিয়ে দেখা হোক, তাঁর পাসপোর্ট ও আধার কার্ড বাতিল করার আর্জিও জানানো হয়েছে। উচ্চ আদালত অভিযুক্ত 'আরশোলা' নেতা, কেন্দ্র, সমাজমাধ্যম এক্স ও ইনস্টাগ্রামকে নোটিস দিয়ে ৬ সপ্তাহের মধ্যে বক্তব্য জানাতে বলেছিল। এবার বিমানবন্দর থেকে ফেরানো হল তাঁকে। জানানো হল তাঁর পাসপোর্ট নজরদারিতে রয়েছে।

তাঁর পোস্টে সৌরভ জানিয়েছেন, 'আরশোলা' আন্দোলন নিয়ে কথা বলার জন্য অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এবং এডিনবার্গের মতো এডিনবরোর মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। এভাবে তাঁকে আটকে দেওয়ায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে তরুণ নেতাকে। পরে ককরোচ জনতা পার্টির এক নেত্রী রত্না সিং জানান, তাঁকেও অক্সফোর্ড ইউনিয়নে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু কয়েক দিন আগেই তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে এবার সৌরভকেও বিমানে উঠতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদ করেছেন রত্না।

নেপালে ভূমিকম্প, কম্পন অনুভূত উত্তরবঙ্গেও

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরবঙ্গেও। সেই সঙ্গেই ভুটান ও চিনেও কম্পন টের পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। ভূমিকম্পের উৎসস্থল নেপালের কোশি প্রদেশের লেলেপ থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৩।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ভূমিকম্পের ধাক্কায় এদিন উত্তরবঙ্গের বহুতল ভবন, বসতবাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ লাইনগুলি কেঁপে ওঠে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় জড়ো হন। যাঁরা সকালের হাঁটা বা শরীরচর্চার জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন, তাঁরাও এই আকস্মিক ভূকম্পনের মুখে পড়ে হতবাক হয়ে যান। তবে এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবরে এই কম্পনে কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

গত ১২ নভেম্বরও নেপালের কোশি প্রদেশেই ভূমিকম্প হয়েছিল। সেবারও কম্পন অনুভূত হয়েছিল উত্তরের পাহাড়-সমতলে। একই ছবি দেখা গেল মঙ্গলবার সকালেও। এদিন ভারতীয় সময় অনুযায়ী, সকাল ৭টা ২ মিনিটে কেঁপে ওঠে নেপাল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে যে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর অক্ষাংশ ২৭.৮৫৫ ডিগ্রি এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৮৭.৯০৯ ডিগ্রিতে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে।

রাজীব হত্যা নিয়ে পুরনো বিতর্ক উসকালেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর: রাজীব গান্ধিকে যাতে খুন করা যায়, তার জন্যই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। রাজীব-হত্যা নিয়ে পুরনো বিতর্ক উস্কে এমনটাই দাবি করলেন পুত্র রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার সকালে সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন রাহুল। ওই ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, সোনিয়া গান্ধির সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'বিলংগিং আ জার্নি অফ লভ' নিয়ে পুত্র রাহুল এবং সোনিয়া আড্ডা দিচ্ছেন। ওই ভিডিয়োতেই রাজীব-হত্যা নিয়ে এই মন্তব্য করেন রাহুল।

প্রায় ২৪ মিনিটের ওই ভিডিয়োতে রাহুল দাবি করেন, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীবের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া সাধারণ কোনও দুর্ঘটনা নয়। এই সূত্রেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'তাঁকে যাতে খুন করা যায়, তার জন্যই ওটা (নিরাপত্তা প্রত্যাহার) করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হল, যাতে তিনি খুন হন। যা হয়েছে, তা হওয়ারই ছিল।'

ওই ভিডিয়োয় সোনিয়া জানান, ১৯৯১ সালে ২০ বছরের রাহুলকে নিয়ে বিহারে প্রচার করতে গিয়েছিলেন রাজীব। সেখানে রাজীবকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। স্লোগানও ওঠে। পুরনো ঘটনার স্মৃতিচারণ করে সোনিয়া বলেন, "যখন ও (রাহুল) বাড়িতে এল, তখন আমায় বলল, 'মা, যদি তুমি বাবার নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু না-করো, তা হলে আমায় খুব শীঘ্রই বাবার শেষকৃত্য করতে আসতে হবে"।

ময়দান

চোটে জর্জরিত নিউজিল্যান্ড শিবির! দ্বিতীয় টেস্টের আগে কিছুটা স্বস্তিতে গিলবাহিনী



নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের আগে একের পর এক চোটের সমস্যায় জেরবার নিউজিল্যান্ড শিবির। প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি তারকা অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার। দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। এর মধ্যেই নতুন করে ধাক্কা খেল কিউয়িরা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন পেসার ব্লেয়ার টিকনার। স্বাভাবিকভাবেই সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এই খবর ভারতীয় শিবিরে কিছুটা স্বস্তি এনে দেবে।

আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে, টিকনারের পরিবর্ত হিসেবে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন ম্যাট ফিশার। ভারতের বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া এক দিনের সিরিজে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। তিনটি ম্যাচে বল হাতে ছয়টি উইকেট নিয়েছিলেন ফিশার। তাঁর বোলিং গড় ছিল মাত্র ১৩.৬৬। সেরা পারফরম্যান্স ৩১ রান দিয়ে তিন উইকেট। ফলে টেস্ট দলের দরজা খুলে গেল এই পেসারের সামনে।

তবে দ্বিতীয় টেস্টে ফিশারকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ, প্রথম টেস্টেও দলের সঙ্গে থাকলেও মাঠে নামার সুযোগ পাননি টিকনার। নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট যদি বোলিং বিভাগে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়, একমাত্র তখনই ফিশারের অভিষেকের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, টিকনারের অনুপস্থিতি কিউয়ি বোলিং আক্রমণের শক্তি কিছুটা হলেও কমাবে। ছয়টি টেস্টে তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ২২টি উইকেট। দু'বার ইনিংসে চার উইকেট এবং একবার পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজিরও রয়েছে তাঁর। এমন একজন বোলারের ছিটকে যাওয়া নিঃসন্দেহে নিউজিল্যান্ডের কাছে বড় ধাক্কা।

এদিকে স্যান্টনারের চোটও কিউয়িদের চিন্তা বাড়াচ্ছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক এবং দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার তিনি। প্রথম টেস্টে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পরের টেস্টে মাঠে নামার আগে দল নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছুটা সমস্যায় পড়তে পারে নিউজিল্যান্ড।

অন্যদিকে, প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছনোর রাস্তা ভারতের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছে। পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে শুভমন গিলের দল। ১২টি ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জয়, চারটিতে হার এবং তিনটিতে ড্র করেছে ভারত। মোট পয়েন্ট ৭২। পয়েন্টের শতকরা হার ৫০। প্রথম টেস্টের আগে এই হার ছিল ৫১.৫২ শতাংশ। অর্থাৎ, ম্যাচ জিততে না পারার কারণে পয়েন্টের শতাংশ কমেছে ভারতের।

তবে ফাইনালের দরজা এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। সামনে রয়েছে আরও ছ'টি টেস্ট ম্যাচ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্টের পর দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলবে ভারত। ফাইনালের দৌড়ে নিজেদের জায়গা ধরে রাখতে এই ছ'টি ম্যাচের মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে জিততে হবে গিলদের। যদিও সব ম্যাচে জয় তুলে নিতে পারলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

তবে শুধু নিজেদের পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করলেই হবে না ভারতকে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডের ম্যাচগুলির ফলাফলের দিকেও নজর রাখতে হবে। অন্য দলগুলির পয়েন্ট নষ্ট হওয়ার ওপরেও নির্ভর করবে ভারতের ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা। তাই এখন থেকে প্রতিটি ম্যাচই কার্যত নকআউটের মতো।

এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিউজিল্যান্ডের চোটের সমস্যা ভারতের কাছে নিঃসন্দেহে বাড়তি সুবিধা। কিন্তু সেই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে জয় তুলে নেওয়াই এখন গিলদের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখতে আর কোনও ভুলের জায়গা নেই ভারতীয় দলের সামনে।

করণের ব্যাটে ছক্কার ঝড়, উত্তরপ্রদেশকে ওড়াল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়েছিল ১৫ ওভারে। কিন্তু বাংলার ব্যাটিং ঝড় থামানোর সাধ্য হয়নি উত্তরপ্রদেশের বোলারদের। সংক্ষিপ্ত ম্যাচেই ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালালেন করণ লাল। মাত্র ২৯ বলে ৮২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে পৌঁছে দিলেন ২০১ রানের বিশাল স্কোরে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলার বোলিং আক্রমণের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করল উত্তরপ্রদেশ। ১০৮ রানেই থেমে গেল তাদের ইনিংস। ফলে ৯৩ রানের বড় জয় তুলে নিল বাংলা।

গত ম্যাচে বরোদার কাছে হারের পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য ছিল বাংলার। টসের পর ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে খেলতে থাকেন বাংলার ব্যাটাররা। বৃষ্টির কারণে ওভার কমে যাওয়ায় দ্রুত রান তোলার চাপ ছিল। সেই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন করণ। উত্তরপ্রদেশের বোলারদের কোনও সুযোগ না দিয়ে মাঠের চারদিকে শট খেলেন তিনি। মাত্র ২৯ বলেই ৮২ রান করে অপরাজিত থাকেন এই ব্যাটার। তাঁর বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে ১৫ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ২০১ রান তোলে বাংলা।

জবাবে ২০২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে উত্তরপ্রদেশ। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর ফলে রান তোলার গতি বাড়াতে পারেনি তারা। বাংলার বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৫ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১০৮ রানেই আটকে যায়



প্রতিপক্ষ। বল হাতে সবচেয়ে সফল প্রদীপ্ত প্রামাণিক। তিন ওভারে মাত্র ১৫ রান দিয়ে তিনটি উইকেট তুলে নেন তিনি। সায়ন ঘোষ ও মুকেশ কুমার পান একটি করে উইকেট। মহম্মদ শামি তিন ওভারে ২৩ রান দিলেও উইকেট পাননি।

বরোদার কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে এই জয় নিঃসন্দেহে বাংলার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। করণের বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং প্রদীপ্তর কার্যকর বোলিংয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির এলিট গ্রুপে নিজেদের শক্তি আরও একবার প্রমাণ করল বাংলা। পরের ম্যাচগুলিতেও এই ছন্দ ধরে রাখাই এখন লক্ষ্য।

যুবভারতীতে জ্বলল মশাল, জিকসনের গোলে আল হুসেইনকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে হতাশার পাহাড়। মাঠে নামলেই গোল হজম, জয়ের মুখ দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণা। সেই ইস্টবেঙ্গলই যে এশীয় মঞ্চে এমন প্রত্যাবর্তন ঘটাবে, তা হয়তো অনেকেই ভাবেননি। কিন্তু ফুটবল যে অনিশ্চয়তার খেলা, আরও একবার তা প্রমাণ করল লাল-হলুদ। মঙ্গলবার যুবভারতীতে জর্ডনের শক্তিশালী আল-হুসেইনকে ১-০ গোলে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল আন্তোনিও হাবাসের দল। আর সেই জয়ের নেপথ্যে শেষ মুহূর্তের নায়ক জিকসন সিং। তাঁর ৮৬ মিনিটের গোলেই নতুন করে বাঁচল ইস্টবেঙ্গলের নকআউটে যাওয়ার আশা।

ম্যাচের আগে পরিস্থিতি মোটেই অনুকূলে ছিল না লাল-হলুদের। চার ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ডি-র শেষ স্থানে ছিল তারা। অন্যদিকে আল-হুসেইনের ঝুলিতে ছিল ৫ পয়েন্ট। ফলে ঘরের মাঠে জয় ছাড়া কার্যত অন্য কোনও রাস্তা ছিল না হাবাসের সামনে। সেই চাপ নিয়েই মাঠে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের লড়াই চলে। গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল আল-হুসেইনও। কিন্তু কখনও পোস্ট, কখনও ক্রসবার, আবার কখনও লাল-হলুদ রক্ষণে আটকে যায় তাদের প্রচেষ্টা। একাধিকবার গোলের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও জর্ডনের ক্লাব গোলের মুখ খুলতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের উত্তেজনা আরও বাড়ে। ৮০ মিনিটে জোড়া পরিবর্তন করে আক্রমণে নতুন গতি আনার চেষ্টা করে আল-হুসেইন। পাল্টা ইস্টবেঙ্গলও গোলের সন্ধানে ঝাঁপায়। ৮৫ মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোলের চেষ্টা করেছিলেন পিভি বিষ্ণু। কিন্তু তাঁর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তার ঠিক পরের মিনিটেই বদলে যায় ম্যাচের ছবি। ৮৬ মিনিটে রশিদের নেওয়া কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডারে বল জালে পাঠান জিকসন সিং। ৮৭ মিনিটে গোল নিশ্চিত হওয়ার পর উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে যুবভারতী। শেষ মুহূর্তে এগিয়ে যাওয়ার পর রক্ষণ সামলানোই ছিল হাবাসের প্রধান লক্ষ্য। ৯০ মিনিটে চার মিনিট সংযুক্ত সময় দেওয়া হয়। ৯২ মিনিটে ডেভিডকে তুলে আসিফ খানকে নামান তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রাখে লাল-হলুদ।

এই জয়ের পর পাঁচ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ডি-তে তৃতীয় স্থানে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। সমসংখ্যক পয়েন্ট আল-হুসেইনেরও, তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে লাল-হলুদ। ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল-শোর্তা। গ্রুপের প্রথম দুই দল যাবে পরের পর্বে। ফলে শেষ ম্যাচে আল-শোর্তাকে হারানোর পাশাপাশি অন্য ম্যাচের ফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে হাবাসকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ মেরিটাইম বোর্ডের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি হিসেবে পরিষেবা প্রদানের জন্য আগ্রহী ও যোগ্য পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করছে। RFP নথি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য tenders.wb.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন

স্বাঃ
অতিরিক্ত সচিব

ICA- T20190(1)/2026

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
PANA: RAMNAGAR: SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. **Tender ID No. 2026_ZPHD_5088424_1** date 23-11-2026. Last date of tender dropping **02-12-2026 up to 11.10 A.M.** and opening date of tender **04-12-2026 at 11.10 A.M.**, and **Tender ID No. 2026_ZPHD_5088605_1** to **2026_ZPHD_5088605_2** are dated **23-11-2026**. Last date of tender dropping **02-12-2026 up to 2.40 P.M.**. and opening date of tender **04-12-2026 at 2.40 P.M.** For details plz. see the website **http://tenders.wb.gov.in** or office notice board.

Sd/-Executive Assistant
Bhadura Haridas Gram Panchayet

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

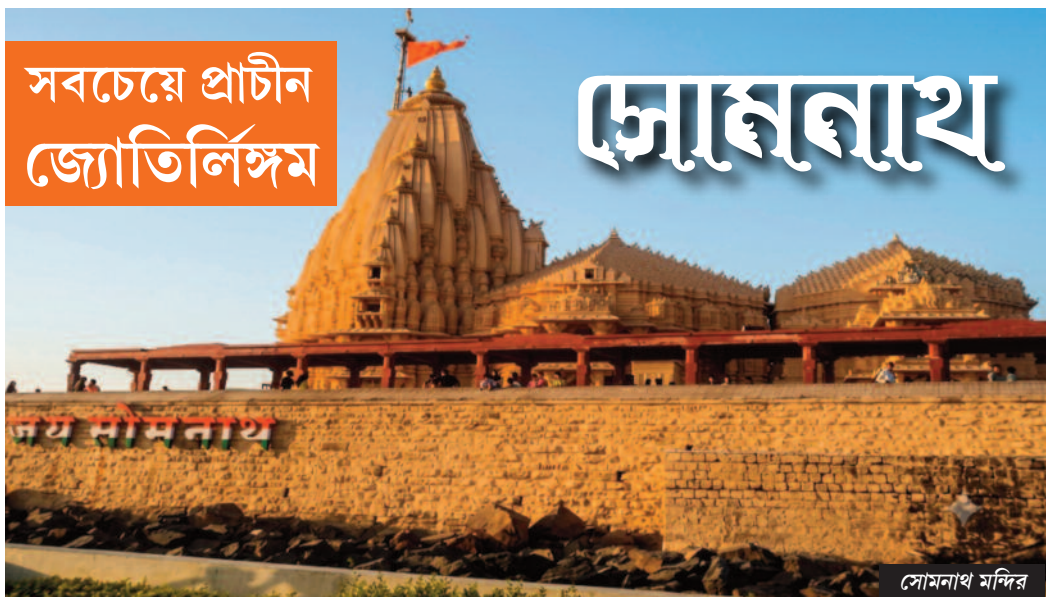
নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**





একদিন ঘুরে ট্যুরে

সবচেয়ে প্রাচীন জ্যোতির্লিঙ্গম সোমনাথ



সোমনাথ মন্দির

অসীম সুর চৌধুরী

পরিকল্পনাটা আগেই ছিল কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না। সেটাই এসে গেল মার্চ মাসের গোড়ায়। তখন ছেলে গুজরাটের বরোদায় কর্মরত ছিল। তার কাছ থেকে ডাক আসায় ঠিক হল 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুইই হবে। বরোদাতে ছেলের কাছে কিছুদিন থাকা হবে আবার গুজরাট দর্শনও হবে। নির্দিষ্ট দিনে রওনা দিলাম, সঙ্গে স্ত্রী বনশ্রী। হাওড়া থেকে আমেদাবাদ যাওয়ার দৈনিক ট্রেন 'হাওড়া আমেদাবাদ এক্সপ্রেস', যাতে সময় লাগে আটত্রিশ ঘন্টা। কিন্তু প্রতিদিন দু চার ঘন্টা লেট এই ট্রেনের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কবে যে এটা ঠিক সময় পৌঁছেছিল তা জানতে রেলের পুরানো নথিপত্র ঘাঁটতে হবে। আর একটা ব্যাপার খুব আশ্চর্যের, হাওড়া থেকে আমেদাবাদ এই ২০৮৭ কিমি গুরুত্বপূর্ন ট্রেন রাস্তায় না আছে কোন দূরন্ত না আছে শতাব্দী বা অন্যান্য প্রিমিয়াম ট্রেন।

সেদিন আমাদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন ছিল। ট্রেন মাত্র দু ঘন্টা লেট ! প্লাটফর্ম থেকে বেরোলেই সারি সারি অটো। তব দরদাম না করলে পকেট থেকে বেশী বেড়িয়ে যাবে। আমি মোবাইল অ্যাপ এ বুক করলাম যা অনেকটাই কম। বরোদা স্টেশনের কাছে অনেক হোটেল রয়েছে। কিন্তু আমরা থাকবো একটু দূরে 'আজোয়া রোডে' এর কাছে এক হোটেলে, আমার ছেলের অফিস এর কাছে। এই বরোদা শহরে ও আশেপাশে অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কিন্তু সেগুলো আমরা পরে দেখবো। আমাদের প্রথম গন্তব্য হবে তসোমনাথদ যেটা আমরা আগামীকাল যাব।

পরদিন রাত ৮ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বরোদা স্টেশন থেকে তসৌরাস্ট্র জনতা এক্সপ্রেসেদ চড়ে বসলাম। ৫৩০ কিমি দুরের ভেরাভল স্টেশনে পৌঁছবে পরদিন সকাল

৭ টায়। কিন্তু বেশ কিছু আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেল, তখনো ঠিক মতো আলো ফোটে নি।

ভেরাভল স্টেশন থেকে ৮ কিমি দূরে সোমনাথ মন্দির। একটা অটো নিয়ে চললাম হোটেলের উদ্দেশ্যে,। মন্দিরের কয়েক কিমির মধ্যে অনেক হোটেল আছে। কিন্তু সবচেয়ে ভিড় হয় শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট এর ধর্মশালায়। ভাড়া অনুসারে এদের কয়েক রকমের ধর্মশালা রয়েছে। কিন্তু শিবরাত্রিরের পরদিন হওয়ায় সব জায়গাতেই ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা। আমাদের হোটেল অবশ্য আগে থেকেই বুক করা ছিল। হাঁটা পথে মন্দির আট , দশ মিনিট দূরে।

হোটেলে পৌঁছে তাড়াতাড়ি স্নান করে আমরা ছুটলাম মন্দির দর্শনে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ সোমনাথ দর্শন করতে আসেন। তার উপর, আমরা গিয়েছিলাম শিব রাত্রিরের পরদিন। মানুষে মানুষে ছয়লাপ। তা সত্বেও পুর ব্যাপারটা সুশৃংখল ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। এখানে কোন পাণ্ডার উৎপাত নেই। মোবাইল, ক্যামেরা, জুতো ইত্যাদি রাখার প্রচুর নিঃশুল্ক কাউন্টার রয়েছে। সেখানে ওই সব জমা করে লাইনে দাড়াতে হয়। তারপর সিক্যুরিটি চেকিং করিয়ে মন্দিরের দিকে এগোতে হবে।

ভগবান শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গমের সবচেয়ে প্রাচীন তীর্থ হচ্ছে এই সোমনাথ মন্দির। অত্যাধিক ভীড়ের কারনে কাউকেই সামনে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। দর্শন করেই বেড়িয়ে যেতে হয়। বাইরেই প্রাসাদের কাউন্টার রয়েছে। যার যে রকম সাধ্য সেই মতো কিনতে পারে। আমরাও কিছু প্রসাদ কিনে ফিরলাম। আবার সন্ধ্যা আরতির সময় আসবো। তারপর 'লাইট ও সাউন্ড' দেখবো


সোমনাথের ত্রিবেনী সঙ্গম

বলে স্থির আছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটা অটো নিয়ে বেরলাম সাইট সিন দেখবো বলে। পাঁচ , ছয় কিমির মধ্যেই সমস্ত দর্শনীয় স্থান। এর মধ্যে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম হল - 'ভালকা তীর্থ', যেখানে শ্রী কৃষ্ণ ব্যাধের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়েছিলেন। 'ত্রিবেণী সঙ্গম', যেখানে তিনটি নদী হিরন, কপিলা ও সরস্বতী মিলিত হয়েছে। 'দেহস্বর্গ তীর্থ', যেখানে শ্রী কৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করেছিলেন। 'বানগঙ্গা', যেখানে সমুদ্র তীরের পাশে কাছাকাছি দুটো শিব লিঙ্গ রয়েছে যা জোয়ারের জলে ডুবে যায়। এছাড়া রয়েছে পঞ্চ পাণ্ডব গুহা, লক্ষী নারায়ন মন্দির, গীতা মন্দির, শ্রী রাম মন্দির, প্রভাস পাতান মিউজিয়াম, কামনাথ মহাদেব মন্দির, সূর্য মন্দির ইত্যাদি।

বিকেলের শেষ বেলায় আমাদের সোমনাথ মন্দিরের বাইরের গেটে নামিয়ে অটোওয়ালা চলে গেলো। আমরা এখন বাঁ দিকে সমুদ্র বীচের দিকে যাবো। এখানে প্রবেশ মুল্য জনপ্রতি ৫ টাকা। ঢুকতেই ১৬ ফুট উঁচু হনুমান মূর্তি। অনেকেই পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলতে ব্যস্ত। সমুদ্রের তীরে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছে। কেউ উটের পিঠে চড়ছে তো কেউ জলে নেমে লাফালাফি করছে। কিছু অত্যুৎসাহি সমুদ্রের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই দূর থেকে পুলিশের বাঁশি সতর্ক করছে। সমুদ্রের তীর ও সোমনাথ মন্দির চত্বর প্রাচীরের মাঝ বরাবর একটা সুন্দর টাইলস বাঁধানো রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে মন্দিরের পেছন পর্যন্ত। এই রাস্তার মাঝে মাঝে রয়েছে বসার জায়গা আর ঝকঝকে আলোর স্তম্ভ। সোমনাথ মন্দিরের খুব কাছের ছবি এখান থেকে তোলা যায়। অনেক মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে সূর্যাস্ত দেখার আশায়। একটু পরেই সবাইকে মুগ্ধ করে লাল বল রুপী রবি আরব সাগরের নীল জলে ডুব মারল। অন্ধকার নেমে এল, আর মন্দিরের বাইরে নানা রঙের আলোর খেলা শুরু হল। লাল,নীল,হলুদ, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙ ক্ষণে ক্ষণে মন্দিরের রুপ বদলে দিচ্ছে। সবাই তখন মুগ্ধ হয়ে এই রঙ দেখতে ব্যস্ত আর ঘন ঘন ঝলসে উঠছে মোবাইল ও ক্যামেরা।

একটু পরেই সন্ধ্যা আরতি শুরু হবে। তাই আবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ভেতরে ঢুকে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের' টিকিট টা আগে কেটে নিলাম। পরে শেষ হয়ে যেতে পারে। আরতি শেষ হওয়ার পর রাত ৮ টায় এটা শুরু হবে। আরতির লাইনেও প্রচুর ভীড়। মাত্র কয়েক সেকেন্ড দর্শন সবার জন্য বরাদ্দ। বেড়িয়েই চলে গেলাম 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের' গ্যালারীর দিকে। পেছনে সমুদ্রের গা ঘেঁসে এটা বানানো হয়েছে। মন্দিরের একটা দিকে লেজার রাশ্মি ফেলে এই শো দেখানো হবে। দেখতে দেখতে গ্যালারী পুরো ভরে গেলো। শুরু হল শো। পুরানো থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সোমনাথ মন্দিরের সমস্ত ইতিহাস এখানে লেজার শো এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ কন্যার সাথে চন্দ্র দেব এর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র স্ত্রী রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের বেশি আসক্তি থাকার কারনে দক্ষ অত্যন্ত কুপিত হন। তার উজ্জলতা বিবর্ণ হয়ে যায়। অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চন্দ্রদেব এই সাগর তীরে ভগবান শিবের কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। শেষে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে আশীর্বাদ করেন। চন্দ্র আবার তার উজ্জলতা ফিরে পায়। এরপর সেইখানে চন্দ্রদেব এক বিশাল শিব মন্দির নির্মাণ করেন যা সোনা দিয়ে তৈরি। চন্দ্রের আর এক নাম 'সোম', তাই এই জায়গা সোমনাথ তীর্থ বলে পরিচিত। পরে অনেকবার এই মন্দির এর পুনর নির্মাণ হয়।

বর্তমান যুগের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, খ্রিষ্ট জন্মের অনেক আগে থেকে এর উল্লেখ রয়েছে। ৬৪৯ সালে গুজরাটের বল্লভীর যাদব রাজারা একই স্থানে মন্দিরটি দ্বিতীয়বার নির্মান করেন। কিন্তু ৭২৫ খ্রিষ্ঠাব্দে আরব শাসন কর্তা আল জুনায়েদ গুজরাট আক্রমন করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। গুজ্জর প্রতিহার রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট ৮১৫ সালে আবার নতুন করে লাল বেলেপাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করেন। ১০২৪ সালে গজনীর সুলতান মামুদ ভয়ঙ্করতম আক্রমন টা করেন। মন্দির লুণ্ঠন এর পাশাপাশি জ্যোতির্লিঙ্গটি ধ্বংস করে দেন তিনি। পঞ্চাশ হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করা হয়। তবে ১০২৬ থেকে ১০৪২ সালের মধ্যে


শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলের চিহ্ন

আবার গুজ্জর ও সোলাঙ্কি রাজারা মিলে মন্দিরের নির্মাণ করান। ১২৯৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে মন্দির ধ্বংস করার পাশাপাশি প্রচুর লোককে নিহত করেন এবং ক্রীতদাস বানান। ১৩০৮ সালে রাজা মহীপাল পুনরায় মন্দির নির্মাণ করেন। তবে এখানেই শেষ নয়। এরপর অনেকবার বিদেশী ও বহিরাগতরা সোমনাথে আক্রমন করেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্মানও হয়েছে। শেষবার এটা ধ্বংস করেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৭০১ সালে। তবে সেইসময়ে অনেক রাজা রানীদের প্রচেষ্টায় ১৭৮৩ সালে মন্দিরের পুনর্প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালের ১২ ই নভেম্বর তৎকালীন উপপ্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আবার নতুন ভাবে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মান এর আদেশ দেন। আজ আমরা সেই রুপেই মন্দিরটি দেখছি।

বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের গলায় ইতিহাসের বর্ননা এই শোয়ের আকর্ষন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা সোমনাথ দর্শনে আসবেন তাদের অবশ্যই এ লাইট এ্যান্ড সাউন্ড শো টা দেখা উচিত। শো এর শেষে মন্দির থেকে বেরোতে বেরোতে রাত ন টা পেরিয়ে গেল। ডিনার করে হোটেলে চলে গেলাম। পরদিন আমাদের গন্তব্য 'গির অরন্য'। তবে সে গল্প আরেকদিন।

যাওয়ার উপায় —

- হাওড়া থেকে প্রতিদিন ছাড়ে ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস রাত ১১ টা ০৫ মিনিটে ।
- আমেদাবাদ থেকে প্রতিদিন পাওয়া যায় ১৯২১৭ সৌরাষ্ট্র জনতা এক্সপ্রেস যেটা রাত ১০ টা ২০ তে ছেড়ে পরদিন সকাল ৭ টা ১০ মিনিটে ভেরাভল স্টেশনে পৌছায়। এছাড়া আরো কয়েকটা ট্রেন আছে ।
- IRCTC এর ওয়েবসাইটে পওয়া যাবে। আমেদাবাদ থেকে প্রতিদিন অনেক বাস সোমনাথ যাচ্ছে।
- কলকাতা বিমান বন্দর থেকে প্রতিদিন একাধিক প্লেন আমেদাবাদে যাচ্ছে।

থাকার জায়গা —

- সোমনাথ ট্রাস্ট পরিচালিত গেস্ট হাউস। ওয়েবসাইটের নাম https // somnath.org/ pilgrim-facilities–
- এছাড়া আরো অনেক হোটেল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।


আরব সাগরের সূর্যাস্ত


বানগঙ্গা শিবলিঙ্গ

বিষ্ণুপুরের রূপকার বীর হাম্বিরের মন্দির নগরী ইউনেস্কোর স্বীকৃতি কবে পাবে?

বিশ্বজিৎ সরকার

বিষ্ণুপুর বলতেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে মন্দির ময় এক প্রাচীন শহরের কথা ।যাঁর দৌলতে বিষ্ণুপুর আজ মন্দিরনগরী আখ্যয় ভূষিত তিনি হলেন মল্লরাজ বীর হাম্বির। বীর হাম্বির এবং পরবর্তী মল্লরাজাদের আমলে গড়া মন্দিরগুলি একসময় অবহেলা অনাদরে পড়ে থাকায় ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ সেগুলি অধিগ্রহণ করে।সম্প্রতি এই সমস্ত মন্দিরগুলি ডজ্ঞ্ঞ্ঞ